সূচি

১. এক বাবার দু'আ ১৫
২. ড. সায়ীদের একদিন ১৯
৩. দুঃখিনী মায়ের দু'আ ২৩
৪. আব্বা-আম্মা দু'টি পাখি ২৬
৫. যুবকের আল্লাহ্ উপলব্ধি ৩০
৬. ছোট নিদর্শন, বড় পরিবর্তন ৩৫
৭. হারানো শিশু ফিরল ঘরে ৩৭
৮. এক রাতেই মুশকিল আসান ৪৪
৯. দ্বিতীয় হাজ্জ্ব ৪৭
১০. অটুট বন্ধন ৫৫
১১. ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইয়লাইহি রাজিউন ৫৭
১২. হারিয়ে যেও না বোন! ৫৯
১৩. নষ্ট গাড়ি, ফিরল বাড়ি ৬৪
১৪. ছোট্ট খুকির ঘরে ফেরা ৬৫
১৫. আমার দু'আ হয় না কেন কবুল? ৬৭
১৬. রুটিওয়ালার দুআ ৭০
১৭. উত্তম প্রতিদান ৭২
১৮. হালাল খাবারের খোঁজে ৭৪
১৯. আয়াতুল কুরসী ৭৭
২০. হোটেল ম্যানেজার ৭৯
২১. ৪০০ ডলার ও ডিপোজিট স্লিপ ৮৪
২২. ৩২ বছরে ৩২ হাজ্জ্ব ৮৮
২৩. পাঁচ রিয়াল ৯০

১. এক বাবার দু'আ

হাবিব ভাই। বছর দেড়েক হল তার সাথে পরিচয় আমার। খুব কম দিনই আছে যে উনাকে ফজরের জামআতে পাওয়া যায়নি। মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকে। মাঝখানে বেশ কয়েকদিন দিন হল তার সাথে আমার দেখা নেই দুনিয়াবী কর্মব্যস্ততার জন্য।

হঠাৎ গত পরশুদিন তার সাথে আমার দেখা। ঠিক মাগরিবের পরে। কিন্তু এই হাবিব ভাই আর সেই হাবিব ভাইয়ের মধ্যে রাত আর দিনের ব্যবধান। চোখেমুখে রাজ্যের গ্লানি। চুলগুলো অগোছালো। মুখ শুকিয়ে মলিন। আগের সেই হাসি-খুশি মুখ আর নেই। কেমন যেন উদ্ভ্রান্তের ছাপ ওনার চোখেমুখে।

কারণ জিজ্ঞেস করাতেই বললেন তার জীবনে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক এক অলৌকিক ঘটনা। যার মধ্যে রয়েছে আমাদের জন্য বড় এক শিক্ষা। আমার রবের মাহাত্ম্য। দু'আ কবুলের অলৌকিক ঘটনা।

তার ২২ বছরের মেয়ের হঠাৎ করে ধরা পড়েছে এক মরণাপন্ন রোগ। নাম "টাইপ-ওয়ান ডায়াবেটিস"। নীরব ঘাতক এই রোগটি কোন রকমের লক্ষণ ছাড়াই ভিতরে ভিতরে শেষ করে দিয়েছে মেয়েটার কিডনি। এরপর হার্ট এ্যাটাক হয়, পায়ের আঙুলও কেটে ফেলতে হয় বাধ্য হয়ে। ঢাকায় লাইফ সাপোর্টে থাকা তার মেধাবী কন্যাসন্তানটি পড়াশুনা করছে পাবনা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বাঁচার আশা একদম নেই! অন্তিম পর্যায়। একমাত্র রব্বে কারীমই পারেন এই মুহূর্তে মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনতে, দুনিয়ার আলো আবারো

দেখাতে। ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বলেছেন "যেকোন মুহূর্তে খবর পাবেন। লাশ বাড়ী নিয়ে যাবার সকল বন্দোবস্ত করে রাখবেন।"

অন্তিম সময়ের অপেক্ষায় আতঙ্কিত একটি পরিবার।

মেয়ের চাচা হাবিব ভাইকে বলছিলেন, "গ্রামের বাড়িতে কবর খনন করতে বলে দেই, "কাজটা এগিয়ে থাক"। কিন্তু হাবিব ভাই ছিলেন অনড়, মেয়ের নিঃশ্বাস তো এখনো চলমান রেখেছেন সুমহান রব্ব। সেটাতেই তার অগাধ বিশ্বাস। আপন ভাইয়ের প্রস্তাবে সায় দিলেন না তিনি।

যেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে মেয়েটার আর বাঁচার কোনো আশাই নেই, সেখানে বাবার মনে সায় দিচ্ছে। বারবার এ কথাই রায় দিচ্ছে, মহান আল্লাহ কিছু একটা করেবেনই। এটাই বোধ হয় রাব্বের সাথে তাঁর ঈমানদার বান্দাদের বোঝাপড়া।

শুক্রবার! আসরের আজান হয়ে গেলো। ধানমণ্ডি মাসজিদে হাবিব ভাই ঢুকেই দুই রাক'আত দুখলুল মাসজিদ আদায় শেষে বসে পড়লেন। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল রাসূল (ﷺ)-এর সেই মাশহুর হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, **জুমার দিনে একটা এমন সময় আছে, যে সময়ে কোনো মু"মিন বান্দা আল্লাহর কাছে ভালো কোনো কিছু প্রার্থনা করলে, অবশ্যই আল্লাহ তাঁকে তা দান করবেন।**[১] আরেকটা হাদিসও রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে **আযান ও ইক্বামতের মাঝখানের দু'আ ফেরত দেওয়া হয় না।**[২]

হাবিব ভাই কাল-বিলম্ব না করে দাঁড়িয়ে গেলেন, সলাতুল হাজত পড়ে নিলেন, এরপর দুই হাত তুলে দুনিয়া ভুলে রব্বের সাথে কথোপকথনে হারিয়ে গেলেন। যে কথোপকথনের জন্য ছিল না কোন মিডিয়া বা মাধ্যম। ছিল শুধু সন্তানের জন্য পিতার হৃদয়ের ভেতর থেকে আসা আকুতি আর নির্ভেজাল মিনতি। সাথে যোগ হয়েছিল চোখের আর নাকের এক হয়ে যাওয়া অশ্রুকণার ঢল। হাবিব ভাইয়ের ভাষ্যমতে,

"এত কেঁদেছিলাম ভাই! জীবনে এরকম আর কোনদিনই কাঁদি নাই"। আল্লাহর কাছে বলেছিলাম : ওহ আল্লাহ! কালকের মধ্যে মেয়েটার জ্ঞান ফিরিয়ে দাও"; "ওহ আল্লাহ! তুমি জ্ঞান ফিরিয়ে সুস্থ করে দাও। আল্লাহ্ গো! সারা পৃথিবীর কেউ পারছে না। কিন্তু তুমি চাইলে কিছুই অসম্ভব না। তুমি আমার মেয়েটাকে ভালো করে দাও।"

বিজ্ঞ ডাক্তারদের রায় ভুল প্রমাণ করে পরেরদিন শনিবার সকাল দশটার মধ্যে মেয়েটার জ্ঞান ফিরে আসে। সেই সাথে হাবিব ভাইসহ পরিবারের সবার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় দয়াবান আল্লাহর প্রতি অগাধ কৃতজ্ঞতাবোধ। মেয়েটির অবস্থা এখন উন্নতির দিকে।

[সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল 'আযীম]

হাবিব ভাই এরপর খুশিমনে বললেন, "সূর্য মিথ্যা হতে পারে কিন্তু রাসূল (ﷺ)-এর বাণী মিথ্যা হতে পারে না ভাই। কখনোই পারে না।"

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম একজন পিতার মুখে এরকম ইমানী যজবাহ'র উদাহরণ শুনে সেই মুহূর্তে অনেক কিছুই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল

-হাবিব ভাই কোন পীরের কাছে যাননি। মাজারে যান নি।

-কোন হুজুর/ মাওলানা ডেকে মিলাদ পড়ান নি।

-ধানমণ্ডি মাসজিদের ইমামকে বলেননি নামায শেষে তার মেয়ের জন্য একটু দু'আ করে দিতে।

-উনি একমাত্র রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসের উপর ইখলাসের সাথে আমল করে গিয়েছেন। নিজেই হাত তুলে ফারিয়াদ করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার কৃত ওয়াদা রেখেছেন, তিনিই তো বলেছেন,

২. ড. সায়ীদের একদিন

ড. সায়ীদ, মেডিক্যাল জগতে সুপরিচিত একটি নাম। একবার তিনি পাকিস্তানের এক শহরে গুরুত্বপূর্ণ এক মেডিক্যাল কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন। সে কনফারেন্সে তাকে তার সদ্য শেষ হওয়া মেডিক্যাল রিসার্চের জন্য এওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

যখন বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছিলেন তখন তাকে প্রচন্ড উচ্ছ্বসিত দেখাচ্ছিল। সেই সাথে কনফারেন্সে দ্রুত পৌঁছানোর জন্য তিনি যেন উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। আর উঠবেনই না কেন? দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তিনি এই রিসার্চের পিছনে। এই এওয়ার্ড তো তারই প্রাপ্য। এগুলি ভাবতে ভাবতে বিমানবন্দরে পৌঁছলেন তিনি। .

প্রায় ঘণ্টাখান হল বিমান চলছে । হঠাৎ পাইলটের তরফ থেকে ঘোষণা এলো যে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণ দেখা দিয়েছে বিমানটিতে। নিকটস্থ বিমানবন্দরে "জরুরী অবতরণ" করাতে হবে। রাজ্যের দুশ্চিন্তা ড. সায়ীদের কপালে। তিনি হয়ত আর কনফারেন্সে সময়মত অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। বিমানটি অবতরণ করা মাত্রই ড. অনুসন্ধান ডেস্কে দৌড়ে গেলেন। তথ্যদাতা মহিলাকে নিজের পরিচয় দিলেন। যে কনফারেন্সে যাচ্ছেন সেটার গুরুত্ব বর্ণনা করলেন। জানতে চাইলেন গন্তব্যে পৌঁছানোর ভিন্ন কোন উপায় আছে কিনা! যাতে করে তিনি সময়মত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন ।

ভদ্রমহিলা তাকে নিরাশ করে দিয়ে বললেন যে, "আসলে পরবর্তী ১৬ ঘণ্টায় কোন ফ্লাইট নেই ঐ রূটে। তাই আমার পক্ষে কোনভাবেই আপনাকে সহযোগীতা করা সম্ভব নয়।" কিন্তু ভদ্র-মহিলা তাকে পরামর্শ দিলেন তিনি যেন একটা কার ভাড়া করেন। কেননা স্থলপথে মাত্র ০৩ ঘণ্টা লাগবে

গন্তব্যে পৌঁছাতে। কোন উপায়ন্তর না দেখে দীর্ঘ পথ আর দীর্ঘ সময়ের যাত্রা হওয়া সত্ত্বেও ড. অগত্যা এই পথই বেছে নিলেন।

এবার বিমান ছেড়ে ডক্টর একটা গাড়ি ভাড়া করে যাত্রা শুরু করলেন। কিছুদুর যাওয়া মাত্রই হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তন হতে শুরু হতে লাগল। আকাশ ভারী হতে শুরু করল। বইতে লাগলো ঝড়ো হাওয়া। প্রচন্ড ঝড় শুরু হয়ে গেল চারদিকে। প্রবল বর্ষণের ফলে চারদিকে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আবছা অন্ধকারে ভালোভাবে সামনের রাস্তা দেখতে পারছিল না ড্রাইভার। তাই মূল রাস্তা ছেড়ে গন্তব্যের দিকে যে মোড় ছিল সেটা ভুলে অন্য আরেক রাস্তায় এগিয়ে চলল গাড়ী । এভাবে দুই ঘণ্টা পথ চলার পর বুঝতে পারলেন যে তারা পথ ভুল করেছেন। হারিয়ে গেছেন।.

প্রচন্ড বৃষ্টিতে এই পঙ্কিল-পথ ভ্রমণ করে ড. ক্লান্ত ও ক্ষুধার্তবোধ করছিলেন। তিনি উন্মত্ত হয়ে এদিক-সেদিক দেখছিলেন যে কোন খাবারের ব্যবস্থা হয় আছে কি না? এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজির পর তিনি সামান্য দূরেই ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর দেখতে পেলেন। দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে সে ঘরের দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন। দরজায় কড়া নাড়লেন।

ছোট গড়নের এক বৃদ্ধা মহিলা দরজা খুলে দিলেন। ড. তার পথ হারানোর কথা বললেন আর তাদের বাড়ির ল্যান্ডফোন ব্যবহার করতে চাইলেন।

বৃদ্ধা মহিলা বললেন যে, তাদের বাড়িতে কোনো ল্যান্ডফোন বা বিদ্যুৎ নেই। কিন্তু পথহারা এই পথিককে রাতের খাবার আর কিছু পান করার জন্য স্বাগত জানাতে ভুললেন না বৃদ্ধা মহিলাটি। তারপর না হয় সঠিক পথ খুঁজে চলে যাবে ডক্টর। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত আর ক্লান্ত ডক্টর তার এই উপস্থিত দাওয়াত কবুল করলেন (উপায়ও ছিল না কোন)। তিনি ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন। বৃদ্ধা মহিলা তাকে টেবিলে রাখা খাবার আর গরম চা দেখিয়ে দিলেন। আর তাকে এগুলো খেতে বলে সলাত আদায়ের জন্য বিদায় নিলেন। মোমের মিটিমিটি আলোয় চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে ডক্টর লক্ষ্য করলেন মহিলা যেখানে নামাজ পড়ছিলেন তার পাশেই ছোট্ট একটা দোলনা রাখা আছে। প্রতিবারই বৃদ্ধা নামাজ শেষ করছিলেন আর নতুন করে শুরু করছিলেন।

প্রতিটি সিজদায় তিনি বারবার দু'আ করেই যাচ্ছিলেন। আর প্রতিবার নামাজ শেষে দোলনাটিতে হাল্কা দোলা দিচ্ছিলেন।

ডক্টর বুঝলেন বৃদ্ধার হয়ত কোনো সাহায্য প্রয়োজন, তাই তার পরবর্তী নামাজ শেষ হওয়া মাত্রই কথা বলার সুযোগ লুফে নিলেন। ডক্টর বললেন, "আশা করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনার দু'আসমূহ কবুল করেছেন"। আমি লক্ষ্য করছিলাম যে আপনি অনেক দু'আ করেছেন। বৃদ্ধাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কোনকিছুর প্রয়োজন আছে কি না যার মাধ্যমে আমি আপনার উপকারে আসতে পারি? বৃদ্ধা হাসলেন আর বললেন, "একটি মাত্র দু'আ ছাড়া আল্লাহ্ আমার সব দু'আ কবুল করেছেন"। তিনি আরো বললেন, "জানিনা কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমার এই দু'আটি কবুল করেন নি এখনো। সম্ভবত আমার দুর্বল ঈমানের কারণেই এরকম হয়েছে"

ড. তাকে তার সেই দু'আর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমাকে বলবেন, আপনার কোন দু'আ আল্লাহ্ তা'আলা এখনো কবুল করেননি?" বৃদ্ধা মাথা নীচু করে বললেন, দোলনার শিশুটি আমার নাতী। কিছুদিন হল ওর বাবা-মা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। বাচ্চাটির দুরারোগ্য এক ক্যান্সার হয়েছে। যে সব ডাক্তারকে দেখানো হয়েছে, তারা সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বৃদ্ধা আরো বললেন, আমাকে তারা এও বলেছে যে, একজন ডাক্তার আছেন যিনি কিনা আমার নাতীর যে দুরারোগ্য ক্যান্সার হয়েছে তার উপর বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তিনি এতদূরে থাকেন যে, তার কাছে পৌঁছানোর কোন উপায়ই নেই আমার। তাই আমি দিন-রাত আল্লাহ'র উদ্দেশ্যে নামাজ, ইবাদত, দু'আয় মশগুল থাকি যেন আল্লাহ্ ড. সায়ীদের সাথে আমাকে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। আমার নাতীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়ে দেন।

টপটপ করে চোখের পানি ঝরছে। অশ্রুর সে ধারা গড়িয়ে পড়ছে ড. সায়ীদের গাল জুড়ে।

তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ! এখন আমি বুঝতে পারলাম, প্লেনের যান্ত্রিক ত্রুটি, প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টিতে আমার পথ হারানো, পথ হারিয়ে ঠিক এ বাড়িতেই

আসা- এ সবকিছুই কেন হয়েছে! কারণ আল্লাহ শুধু ড. সায়ীদকে খুঁজে পেতে আপনার দু'আই কবুল করেননি, বরং সেই দু'আ ড. সায়ীদকেই আপনার ঘর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আমিই ড. সায়ীদ।

বৃদ্ধার দুচোখ বেয়ে অশ্রুকণা। মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে দু হাত তুলে দু'আ করতে লাগলেন: "ওহ আল্লাহ! কত মহান তুমি। তুমি কতোই না দয়াময়।"

YOUTUBE : POWER OF ALLAH - STORY OF A PAKISTANI DOCTOR BY MUFTI MENK
লিংকঃ *HTTPS ://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=_9JJESOVJUS*

৩. দুঃখিনী মায়ের দু'আ

গরীব দম্পতি। তারা পাকিস্তানের এক গ্রামে বসবাস করত। একটি মাত্র সন্তান। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতও করেছেন তাকে। নিকটস্থ শহর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্রাজুয়েশন করিয়েছেন। তারপর, তাদের সন্তান এক ধনীর দুলালীকে নিক্বাহ করে ঘরে তুলে আনল। প্রথমদিকে তারা তাদের আব্বা-আম্মার সাথেই ছিলো। অল্প কিছু দিনের মধ্যে তার স্ত্রীর কাছে গ্রাম্যজীবন অসহ্য মনে হতে লাগল। বারবার সে তার স্বামীর কাছে পীড়াপীড়ি করতে লাগল যেন সে বৃদ্ধ আব্বা-আম্মাকে গ্রামে রেখে দেয়। আর শহরে নিজেদের জন্য একটা বাসার ব্যবস্থা করে।

এভাবেই সময় পার হচ্ছিল। হঠাৎ একদিন তার স্বামী পত্রিকায় একটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখতে পেলো। জেদ্দায় কিছুসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হবে। আলহামদুলিল্লাহ সে চাকুরী পেল আর সস্ত্রীক জেদ্দায় পাড়ি জমাল। স্বামী-স্ত্রী সেখানেই সেটেল হয়ে গেল। তবে প্রতিমাসে পাকিস্তানে তার বৃদ্ধ আব্বা-আম্মার কাছেও সে অর্থ পাঠাত।

টাকা পাঠাতো; ভালো কথা। কিন্তু সে কখনো তার বাবা-মার কোনো খোঁজ নিতো না। তারা কী খাচ্ছে, কী পরছে! আদৌ কি বেঁচে আছে! সে প্রতি বছর হাজ্জ্ব করতে যেত। কিন্তু হাজ্জ্বের ঠিক পরমুহূর্তেই ঘুমের ঘোরে তাকে স্বপ্ন দেখানো হত যেখানে কেউ একজন বলছে "তোমার হাজ্জ্ব কবুল হয়নি।" যতবারই সে হাজ্জ্ব করত ঠিক ততবার একই স্বপ্ন দেখত পেত ।

একজন ভালো 'আলিমের স্মরণাপন্ন হলো সে। নিজের ব্যাপারে আর হাজ্জ্বের স্বপ্নের ব্যাপারে তাকে সবকিছু খুলে বলল। 'আলিম ব্যাক্তিটি

সবকিছু শুনে তাকে তার আব্বা-আম্মার কাছে ফিরে যেতে বললেন। তাদের সাথে দেখা করতে বললেন।

লোকটা পাকিস্তানের পথে রওয়ানা হলো। সে যখন গ্রামের সীমানা বরাবর পৌঁছালো তখন সবকিছুই তার কাছে অপরিচিত লাগছিল। চারদিকে পরিবর্তনের ছোঁয়া। যার কারণে সে তার নিজের বাড়িটি পর্যন্তও চিনতে পারছিল না। সে ছোট্ট এক বালককে জিজ্ঞেস করল ওমুক বাড়িটি কোনদিকে? সেখানে দুইজন বুড়া-বুড়ি থাকত। ছোট্ট বালকটি হাত নাড়িয়ে বাড়িটি দেখিয়ে দিল আর বলতে লাগল :

"এই বাড়িটিতে এক অন্ধ মহিলা থাকে যার স্বামী কয়েক মাস আগে মারা গেছে। শুনেছি তার এক ছেলে আছে যে তার স্ত্রীকে নিয়ে সৌদি-আরবে থাকে বেশ কয়েক বছর হলো। সে আর ফিরেও আসে না। নিজের আব্বা-আম্মার খবরও নেয় না। কতো বড় কুলাঙ্গার সন্তান!"

সে নিজের ঘরে ঢুকলো। দেখলো মা বিছানায় শুয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে পা ফেলছিল যেন তার অন্ধ মা বুঝতে না পারে যে সে ফিরে এসেছে। লোকটা শুনতে পেল তার মা অস্ফুটস্বরে গোঙাচ্ছে আর কি যেন বলতে চাচ্ছে। সে আর একটু কাছে যাওয়া মাত্রই তার কানে ভেসে এল যা তার মা বলছে :

"ওহ আল্লাহ! আমার বয়স হয়েছে, আমি চোখেও দেখতে পাই না আর। আমার স্বামীকেও তুমি নিয়ে গেছ। এখন আমি মারা গেলে কে আমাকে ক্ববরে শায়িত করবে? এখানে তো আমার কোন মাহরামই নেই? ওহ আল্লাহ্! আমার সন্তানকে তুমি পাঠিয়ে দাও আমার বুকে, সে যেন আমার এই শেষ ইচ্ছা পূরণ করে"

ঘটনা এখানেই শেষ যেখানে আল্লাহ গাফুরুর রাহীম একজন মায়ের দু'আ কবুল করেছিলেন তার ছেলেকে তার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে।

আল্লাহ দু'আ কবুল করেন। অনেক সময় আমাদের কল্পনায় আসে না যে কিভাবে তিনি দু'আ কবুল করবেন। একজন মা দু'আ করছিলেন তার

সন্তানকে যেন তিনি ফিরে পান, আর মহান আল্লাহ্ সেই দু'আ কবুলও করে নিলেন। আর আমাদের আমল কোন কাজেই আসবে না যদি না আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করতে না পারি, পিতা-মাতাকে ভুলি থাকি, তাদের সাথে সাক্ষাত না করি।

মহান আল্লাহ আমাদের আব্বা-আম্মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার, তাদের যথাযথ মূল্য দেবার আর তাদের প্রতি যত্নশীল হবার তৌফিক দিন। আমীন।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"হে আল্লাহ্ আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি সেই ভাবে সদয় হউন, তাঁরা শৈশবে আমাকে যেমন স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করেছেন"

(১)

১। সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াতঃ২৪

তথ্যসূত্রঃ Facebook Page - Islam :Hadith of the Day, Post : DUA OF A MOTHER

লিঙ্কঃhttps ://www.facebook.com/Islam.HadithOfTheDay/posts/10150706492948651

৪. আব্বা আম্মা-দু'টি পাখি

জুমু'আর সালাত শেষ। এক মুরুব্বী গোছের লোক দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ইমাম সাহেবকে বললেন: "ইমাম সাহেব আমার ছেলে ঢাকায় অসুস্থ, একটু দু'আ করে দেন"। এটা বলেই অনেকটা নিশ্চিন্তে বসে পড়লেন, যেন দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। আমরা কেন জানি নিজেরা দু'আ করতে চাই না, ভাবী আমরা তো দু'আ করতেই জানি না, পারিও না। অথচ এই পুরহিত-তন্ত্র ইসলামে খাটে না। আজ আমাদের দ্বীনের অবস্থা এতটাই নাজুক যে, নিজের সন্তানের জন্যও দু'আ করতে হুজুর লাগে। ঘটা করে মিলাদ করা লাগে।

বিশ্বাস করুন! দু'আর নেই কোন সুনির্দিষ্ট ভাষা, বোবা লোকের দু'আও তো কবুল হয়। সন্তানের সুস্থতার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে নির্ভেজাল দরখাস্ত আর আকুতি প্রকাশের জন্য লাগেনা কোন ভাষা, অন্তরের ভাষাই যথেষ্ট। অন্তরের ভাষা কি তিনি বুঝবেন না যিনি "'আলিমুম বিযাতিস-সুদুর (অন্তরসমূহের গোপন বিষয়াদিও জানেন)? বরং তিনিই আল্লাহ! তিনি সব দেখেন। সব শুনেন।

এ ব্যাপারে এক ভাইয়ের মুখেই শুনি তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা -

বসন্তের শেষ! আমার সন্তানের গ্রাজুয়েশান উপলক্ষে আমার আব্বা-আম্মা আসবেন আমার বাসায়। দিনগুলো কেটে যাচ্ছিলো খুব আনন্দেই। হঠাৎ, আমার আব্বা অসুস্থ হয়ে পড়লে হসপিটালে ভর্তি করাতে হয়। অবস্থা খুব একটা আশঙ্কাজনক না হলেও আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে, আব্বাকে সার্জারি করাতে হবে। ৭৫ বছরের এই বয়সে আব্বা খুবই কর্মক্ষম ও প্রাণবন্ত ছিলেন। নিয়মিত অনুশীলন, দৌড়ানো, বাইক

চালানো, গলফ খেলা-এসবই উপভোগ করতেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন সব থেমে গিয়েছিল।

পাক্কা আট সপ্তাহ চিকিৎসার পর আমার সুযোগ হয় আব্বার কাছে যাওয়ার। আব্বাকে এরকম ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত দেখে আমার মনটা একদম ভেঙে পড়ল। তাকে দেখে মনে হল, জীবনে যা কিছু করতে তিনি ভালোবাসতেন তার সবই যেন কেড়ে নেয়া হয়েছে। এই জীবন থেকে তিনি আর কিছুই আশা করছেন না, করতেও পারছেন না। আমি আসলে সেখানে গিয়েছিলাম আব্বার পরবর্তী ডাক্তার চেক আপ করানোর জন্য। চিকিৎসা ঠিক আছে নাকি আসলেই সার্জারী করতে হবে সেটা জানার জন্যে।

পরদিন সকালে আব্বা-আম্মা ডাক্তারের এপয়েন্টমেন্টের জন্য বের হয়ে গেলেন। আমি আমার বাড়ির আঙিনায় বসে বসে মহান আল্লাহর কাছে মরিয়া হয়ে জীবনের সবচাইতে অকৃত্রিম দু'আটি করতে লাগলাম, আমার প্রাণপ্রিয় আব্বাজানের সুস্থতার জন্য। আমি যখন দু'আ করছিলাম ঠিক তখন একটা ছোট্ট বাদামী তিলকওয়ালা প্রজাপতি আমার মুখের সামনে উড়ছিল। কেন যেন ওটা সরতেই চাচ্ছিল না। লক্ষ্য করলাম, দু'আ শেষ হবার সাথে সাথেই প্রজাপতিটি উড়ে উড়ে আমার বাড়ির আঙিনা পার হয়ে প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে চলে গেল।

আব্বা-আম্মা ফিরে আসলেন, চোখে-মুখে প্রশান্তির ছাপ নিয়ে। আব্বার মধ্যে একটু উন্নতির ছাপ দেখতে পেলাম আমি। ডাক্তার জানিয়েছেন যে, আব্বার আর সার্জারী করা লাগবে না। আমি বারবার "আল-হামদুলিল্লাহ" বলতে লাগলাম, আর বারবার যথাসম্ভব শুকরিয়া করতেই থাকলাম বিশ্বপ্রতিপালক এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার দরবারে।

কিচ্ছুক্ষণের মধ্যে আকাশ-ভারী করে বৃষ্টি নামাল। আমি বাইরে গেলাম, আকাশের দিকে তাকিয়ে পুনরায় আব্বার সুস্থতার জন্য দু'আ করতে লাগলাম রব্বুল 'আলামিনের কাছে। আমি লক্ষ্য করছিলাম আব্বার

অবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তিনি সুস্থও হয়ে উঠছেন। বিশ্বাস করুন আমার দু'আয় ছিল ইখলাস, আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই চেয়েছিলাম আব্বা সুস্থ হয়ে উঠুক। মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ যেন পেয়েই বসেছিল আমাকে। আমি বারবার দু'আ করেই যাচ্ছিলাম, করেই যাচ্ছিলাম আর ওদিকে অবিরাম বৃষ্টি বয়েই যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে বৃষ্টি থেমে গেল, হঠাৎ গায়ক পাখিরা কিচিরমিচির ডাক শুরু করে দিল বিভিন্ন সুরে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ
إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"তারা কি উড়ন্ত পাখীকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনবলী রয়েছে" (১)

পূর্বদিকে থেকে আসা বাতাসের গতি বাড়তে লাগল। ঝরে পড়তে লাগল গাছের পাতায় থাকা বিন্দু বিন্দু পানি। আর ওদিকে পাখিগুলি গাইতেই থাকল অবিরাম। আমিও দু'আ চালিয়ে যেতে লাগলাম। এক অদ্ভুত প্রশান্তি অন্তরে খেলে গেল আমার। আমার মনে হচ্ছিল 'আর দু'আ করা লাগবে না'। আমার দু'আ কবুল হয়েছে। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। ঠিক এ সময় কানে এসে আঘাত করলো বিকট এক বজ্রধ্বনি। যেন আমায় জানান দিল 'তোমার দু'আ কবুল হয়েছে, তোমার আব্বা সুস্থ হয়ে উঠবেন'। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে আসমান ও জমীনের রব আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া জানালাম। দেহ-মনে ছড়িয়ে পড়লো এক অনাবিল প্রশান্তি।

দুই সপ্তাহ হলো আমি ফ্লোরিডায়, আব্বা-আম্মাকে বাড়িতে রেখে এসেছি। আজ সেই অলৌকিক দু'আর দিনটির কথা মনে পড়ছে বারবার। আজ এখানেও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি নামতে শুরু করে দিয়েছে। দুইটা টকটকে লাল রুবি-বার্ড আমার বাসার আঙিনায় ওয়াক গাছের চূড়ায় বসে কিচিরমিচির ডাকছে। এ ডাল-ও -ডাল ঘুরয়ে ফিরছে। কিছু সময়

পর বৃষ্টি থেমে গেল, থেমে গেল ঝুমঝুম মনমাতানো শব্দ। কিন্তু পাখি দু'টি পাশপাশি আগের জায়গাতেই বসে রইল।

ফ্লোরিডায় আসার পর থেকে আব্বা-আম্মার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছিল। এই বৃষ্টি আসা-যাওয়া, লাল টকটকে দুইটি পাখির উপস্থিতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার অলৌকিক নিদর্শন ছাড়া আর কী বা হতে পারে?

আব্বা-আম্মা, দু'টি পাখি নয়ন জুড়িয়ে রাখি, আল'হামদুলিল্লাহ!

সাহল বিন সা'দ (র'দ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) বর্ণিত রাসূল (ﷺ) বলেন, 'দুই সময়ের দু'আ ফেরত দেয়া হয় না কিংবা (তিনি বলেছেন) খুব কমই ফেরত দেয়া হয়- আজানের সময় দু'আ এবং রণাঙ্গণে শত্রুর মুখোমুখি হওয়াকালের দু'আ। অন্য বর্ণনা মতে, বৃষ্টির সময়ের দু'আ'।[২]

তথ্যসূত্রঃ

https ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161-powerful-awesome-dua-stories-please-share-your-own-to-boost-iman-of-others

http ://themuslimhousewife.com/2008/04/the-power-of-dua/

১। সূরা নাহল, আয়াত : ৭৯

২। আবু দাউদ : ২৫৪০

৫. যুবকের আল্লাহ্ উপলব্ধি

তারুণ্যে উদ্দীপ্ত এক যুবক। বুধবার রাতে তার কুরআনের ক্লাসে উপস্থিত হল। পুরো ক্লাস জুড়ে তার উস্তায "আমাদের নিজেদের উপলব্ধি জ্ঞান দ্বারা আল্লাহকে শুনতে পারা" সেই সাথে "আল্লাহ'র আনুগত্য করা" এই দুই বিষয়ে বর্ণনা করলেন।

যুবক ছেলেটি খুবই আশ্চর্য হল। আসলেই কি আল্লাহ্ আমাদের সাথে কথা বলেন আর আমাদের বিবেক দ্বারা আমরা তা বুঝতে পারি?

ক্লাস শেষে সে ও তার সহপাঠীরা মিলে কফিশপে ঢুকলো। কফির আড্ডায় শুরু হলো ক্লাসের বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা। আড্ডায় একেকজন তাদের জীবনের গল্পগুলো বলতে শুরু করলো। কীভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জীবনকে বিভিন্নদিকে পরিচালিত করেছেন সেসব নিয়ে। সেই গল্পগুলোতে হতাশা ছিল, আনন্দ ছিল, হাসি ছিল, ছিল কান্না। তবে জীবনের একটা লম্বা সময় পাড়ি দেওয়ার পর তারা বুঝতে পেরেছে আশা-হতাশার এই দোলাচল আল্লাহ্ সুবহানু তা'আলার নির্দেশেই হয়েছে। তিনি সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। একসময় গল্পের আসর শেষ হল।

রাত তখন দশটা বাজে। যুবক ছেলেটি গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে ফিরছিল। গাড়ির সীটে বসে বসে সে দু'আ করছিল "হে আল্লাহ্! তুমি যদি এখনও মানুষের সাথে কথা বলো, তাহলে আমার সাথেও কথা বল, আমি শুনবো তোমার কথা। আমার সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে আমি তোমার ইবাদত করব'।

সে যখন তার শহরের মূল রাস্তার দিকে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল তখন তার মনে অদ্ভুত এক চিন্তা খেলে গেল। হুট করে তার ইচ্ছা করল, গাড়ি থামিয়ে এক গ্যালন দুধ কিনবে। কিন্তু এই অদ্ভুত চিন্তা এল কোথা থেকে? আকাশের দিকে তাকিয়ে সে চিৎকার করে বলল, "ও আল্লাহ্! এটা কি

তোমার নির্দেশ ছিল?' কিন্তু তার প্রশ্নের কোন জবাব এল না। চারপাশ একদম চুপচাপ, শুনশান।

জবাব না আসুক, ধরে নিতে সমস্যা কী এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ? সে মনে মনে বলল, 'হে আমার রব! এই নির্দেশ যদি তোমার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, আমি এই দুধ কিনবই কিনব'। সে আরো ভাবল, 'আর দুধ কেনা তো তেমন কঠিন কিছু না। টাকাও জলে যাচ্ছে না, আবার প্রয়োজন পড়লে এই দুধ ব্যবহারও করা যাবে। নাহ! কিনেই ফেলি'।

এবার সে গাড়ি থামিয়ে গ্যালন খানিক দুধ কিনল এবং পুনঃরায় বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করল। গাড়ি যখন ৭ নাম্বার রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে তার মনে হল গাড়িটা ৭ নাম্বার রাস্তা দিয়ে নিতে। ভাবনাটা মাথায় আসামাত্র সে প্রচণ্ড বিরক্ত হল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আরেহ! পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি! কী সব উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা মাথায় আসছে! কি হচ্ছে আমার সাথে?'

সে আগের রাস্তা ধরেই আগাচ্ছিল। রাস্তা পরিবর্তন করল না। কিন্তু মাথার ভেতর কেন যেন ৭ নাম্বার রাস্তার কথাই বারবার চলে আসছে। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে টেনে ৭ নাম্বার রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। হঠাৎ কেন যেন সে পুরো ব্যাপারটা উপভোগ করতে শুরু করল। মৃদু হেসে মনে মনে বলল, "আল্লাহ্! তুমি যা বলবে, তাই হবে। তুমি যেদিকে নিয়ে যাবে, আমি আজ সেদিকেই যাব'।

এভাবে এবড়ো-থেবড়ো রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর আবার হুট করে তার মনে হল, এখন গাড়িটা থামানো উচিত।

সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আজ তার মনে যা আসবে, সে তাই করবে। গাড়ি যেখানে থামাতে ইচ্ছা হল, সেখানেই থামিয়ে দিল। চারপাশে তাকিয়ে দেখল, সে এতক্ষণে শহরের একদম একপাশে চলে এসেছে। এটা ছোটখাট একটা বাণিজ্যিক এলাকা। খুব বেশি উন্নত না। আবার একেবারে খারাপও না। আশপাশের সব দোকানপাট বন্ধ। বাড়িঘরগুলোতেও তেমন কোন

আলো দেখা গেল না। অন্ধকার অন্ধকার। সবমিলিয়ে কেমন যেন একটা গা ছমছমে ভাব। সবাই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

আবার মাথায় আঘাত হানলো সেই কণ্ঠস্বর- "রাস্তার পাশের বাড়িটির দিকে যাও আর লোকদের মাঝে দুধ বিলিয়ে দাও"। যুবক ছেলেটা বাড়িটির দিকে তাকাল। আলোহীন সে বাড়িটা দেখে মনে হল, ভেতরে কেউ নেই। আর থাকলেও সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সে দরজায় কড়া নাড়বে কি নাড়বে না এরকম সাতপাঁচ ভেবে গাড়ীতে ফিরে এল, গাড়ির সীটে বসে সে বলে উঠল, "ওহ আল্লাহ্! মানুষগুলি ঘুমাচ্ছে, যদি আমি তাদেরকে জাগিয়ে তুলি, এরা প্রচণ্ড রেগে যাবে, আমাকে নির্বোধ ভাববে। এটা তো একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ মনে হচ্ছে আমার কাছে"। আবার কেন জানি তার কাছে মনে হল তার এখনই যাওয়া উচিৎ আর তাদেরকে দুধও দেওয়া উচিৎ।

যা হবার হবে। আবার সে মনে মনে বললো, 'ঠিক আছে আল্লাহ্! এটা যদি তোমারই নির্দেশ হয়, তাহলে আমি সেখানে যাব আর তাদেরকে দুধও দিব; আজ তুমি যদি আমাকে পাগল প্রমাণ করতে চাও, না হয় একদিনের জন্য পাগলই হলাম। তারপরেও আজ তোমার নির্দেশ আমি পালন করবই করব।

আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আর যদি কিছুই না ঘটে, তাহলে আমি সোজা বাসায় চলে যাবো।" রাস্তার একপাশ দিয়ে হেঁটে সে বাসাটার দিকে এগিয়ে গেল। দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে শোরগোলের শব্দ কানে এল।

গম্ভীর একটি পুরুষ কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, "কে? কে এসেছেন? কী চাই?"

হঠাৎ করে দরজা খুলে গেল। বাড়ির কর্তা একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ। চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোক ভীষণরকম দুঃশ্চিন্তায় আছেন। এরই মাঝে অচেনা আগন্তুকের মতো উটকো ঝামেলা দেখে তিনি ব্যাপক হতাশ। মনে হচ্ছে অদ্ভুত এই আগন্তুক তার

দুঃখবোধের মাত্রাটা যেন আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল। ভদ্রলোক বেশ নিরাশ গলায় বললেন, 'কে আপনি?'

'ইয়ে মানে! আমি হলাম'...

হঠাৎ যুবকের হাতে থাকা দুধের প্যাকেটটির দিকে ভদ্রলোকের নজর গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী আপনার হাতে?'

যুবক ছেলেটা বেশ আমতা আমতা করে বলল, "ইয়ে মানে! কিছু দুধ....."

ছেলেটা কথা শেষ করতে পারল না। লোকটা দুধের প্যাকেটটা এক প্রকার ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে ঘরের ভেতরে চলে গেল। একজন মহিলাকে দেখা গেল। ভদ্রলোক দুধের প্যাকেট মহিলার হাতে দিতেই মহিলা সেটা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। সবকিছু এতো দ্রুতই হচ্ছিল যে, ছেলেটা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ সে খেয়াল করল, ঘরের কোণার অংশটায় একটা মাদুর পাতা আছে। সেই মাদুরে একটি ফুটফুটে বাচ্চা হাত-পা ছুড়ে কান্না করছে।

ভদ্রলোক দৌঁড়ে গিয়ে সেই বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে ছেলেটার কাছে আসল। বাচ্চাটার কান্নার সাথে সাথে মধ্যবয়স্ক লোকটাও কাঁদছিল। তবে সে কান্না আনন্দের। লোকটি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "আমরা মাত্রই দু'আ করছিলাম"।

ছেলেটি বলল, 'দু'আ? কি জন্য?'

লোকটা শার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে বললো, 'আমাদের এ মাসে অনেক বড় বড় বিল দিতে হয়েছে। হাতে যা অবশিষ্ট টাকা ছিলো তাও শেষ হয়ে গেছে। আমাদের সন্তানের খাবারের কোন দুধ নেই বাড়িতে। ধার-দেনায় এতো পরিমাণ ডূবে আছি যে, কারো কাছে কোন সাহায্যও পাচ্ছিনা। আমার মাসুম বাচ্চাটা দুধের জন্য কান্না করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ওর কান্না আর সহ্য করতে পারছিলাম না আমরা। আমি মাত্রই আল্লাহ'র কাছে দু'আ করছিলাম তিনি যেন আমাকে একটা উপায় বাতলিয়ে দেন। যেন আমরা দুধের ব্যবস্থা করতে পারি'। এবার লোকটার স্ত্রী কথা

বলে উঠল। বলল,-'আমি আল্লাহ'র কাছে চেয়েছিলাম, তিনি যেন কোন ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দেন দুধসহ। ভাই! আপনি কি ফিরিশতা?'

ঘটনার আকস্মিকতায় যুবকটি স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে যেন কোন কথাই বের হচ্ছেনা। কি থেকে কিভাবে কি হয়ে গেল ভাবতেই যেন সে শিউরে উঠছে। এভাবেও আল্লাহ বান্দার ফরিয়াদ শুনেন? এতোটা কাছে তিনি? এতোটা?

মানিব্যাগে যা টাকা ছিল সবটাই লোকটির হাতে দিয়ে বলল, 'আশা করি আপনার ধার-দেনার কিছুটা হলেও এতে শোধ হবে'। লোকটা কৃতজ্ঞ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। যখন সে বিদায় নিচ্ছিল, তখন তার মানিব্যাগ খালি। কিন্তু বুক ভরে সে নিয়ে যাচ্ছে আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর সাক্ষী হয়ে যাচ্ছে রহমানুর রাহিমের ভালোবাসার অনুপম দৃষ্টান্তের।

তথ্যসূত্রঃhttps ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161-powerful-awesome-dua-stories-please-share-your-own-to-boost-iman-of-others
http ://www.sunniforum.com/forum/showthread.php?52218-Allah-listens-to-our-prayers
এছাড়াও পাকিস্তানের এক পত্রিকাতে এই ঘটানা ঢালাও করে ছাপানো হয়েছিল ।

৬. ছোট নিদর্শন, বড় পরিবর্তন

এক কিশোরের মুখে তার জীবনে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা শুনব ইন শা আল্লাহ্।

ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে ৮-১০ বছর আগে । যখন আমি ১৬ বছরের এক টিন-এজার ছিলাম। আমাদের বাড়িতে আমার শোবার ঘরের বাইরে একটা এ্যাকুয়ারিয়াম ছিল। তাতে ছোট্ট একটা সিল্ভার লাইন শার্ক ছিল আমার। ওই একটি মাত্র মাছ ছাড়া আমার আর কোন মাছ ছিল না। একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে ,যখন কোন মাছ মারা যেত তখন সেটা প্রথমে চিত হয়ে কিচ্ছুক্ষণ থাকত, এরপর মরে গিয়ে পানির উপরিভাগে ভেসে উঠত। এভাবেই বোঝা যেত যে মাছটা মরে গেছে।

সন্ধ্যা ৬টা বাজে। আম্মা আমাকে জানালেন যে, আমার মাছটি চিত হয়ে আছে আর ,হয়ত অল্প কিচ্ছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে। আমি দৌড়ে গিয়ে অসহায় নেত্রে তাকিয় দেখলাম,আম্মা যা বলেছেন তা একদম সত্য। আস্তে আস্তে ছোট্ট শার্কছানাটি চিত হয়ে ভাসা শুরু করে দিয়েছে। আমার কিছুই করার ছিলনা শুধু দেখে যাওয়া ছাড়া। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে যে আমার শখের মাছটা হয়ত কিচ্ছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে।

ঘড়িতে রাত ৯টা । আমি আবার ফিরে আসলাম এ্যাকুয়ারিয়ামে কাছে। এসে দেখলাম মাছটি সত্যি মারা গেছে। আম্মা বললেন যে, মরা মাছটিকে বাইরে কোথাও যেন ফেলে দিয়ে আসি। কিন্তু আমার মন তাতে সায় দিচ্ছিল না। কোন এক আশায় বা অজানা কারণে আমি তা করলাম না বরং মাছটাকে ভিতরেই থাকতে দিলাম। কিছু একটা হারানোর কষ্টে মনটা বিষণ্ন হয়ে উঠল আমার।

ইতিমধ্যে রাত ১১ টা বেজে গেছে। আম্মা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও ঘুমাতে যাচ্ছিলাম, যাওয়ার আগে একুয়ারিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দুই হাত তুলে বললাম "ওহ আল্লাহ্! তুমি যদি সর্বশক্তিমানই হয়ে থাক থাহলে এই মাছটির জীবন ফিরিয়ে দাও; ওহ আল্লাহ্! তুমি ফিরিয়ে দাও, ওহ আল্লাহ্! তুমি মাছটির জীবনে ফিরিয়ে দাও" । অতঃপর দু'আ শেষ করে ঘুমাতে গেলাম।

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই এ্যাকুয়ারিয়ামের কাছে গেলাম, সুবহানাল্লাহ! দেখি মাছটি বেঁচে উঠেছে, রীতিমত পানিতে সাঁতার কাটছে। এমনভাবে এদিক ওদিক ছুটে বেরাচ্ছে যেন গতরাতে তার কিছুই ঘটেনি। আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলাম। বাসায় কাউকে আমার দু'আর কথা বললাম না। ভারী লজ্জা পাচ্ছিলাম বলতে।

এর সপ্তাহখানেক পর, আমি নতুন দুইটা শার্ক কিনে আনলাম। আগের শার্কছানার চেয়ে সাইজে একটু বড়।

এরপর কী হলো জানেন? বড় শার্কের একটি আমার আগের সেই ছোট্ট শার্কছানাকে খেয়ে ফেলল!

মাঝে মাঝে আমি ভাবি, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে ছোট-ছোট নিদর্শন দেখান যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আমি পাপী বান্দা হওয়া সত্বেও মহান আল্লাহ্ আমাকে তার অনুগ্রহ, তার ভালোবাসা দেখিয়ে দিয়েছেন । একটা মৃত মাছকেও তিনি আমার মতো পাপী বান্দার দু'আর বদৌলতে জীবিতে করে দিয়েছেন। যার স্বাক্ষী আমি আর আমার রব। আমি এখন প্রতিদিন তাঁর ইবাদাত করি। তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। আপনারাও আমার জন্য দু'আ করবেন। যেন মহান আল্লাহ্ আমাকে জান্নাতে দাখিল করেন, আমীন।

তথ্যসূত্রঃHTTPS ://WWW.UMMAH.COM/FORUM/FORUM/GENERAL/THE-LOUNGE/421161-POWERFUL-AWESOME-DUA-STORIES-PLEASE-SHARE-YOUR-OWN-TO-BOOST-IMAN-OF-OTHERS

৭. হারানো শিশু ফিরল ঘরে

রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান। দীর্ঘ ঘটনা, এক মহিলা ফোরামে উপস্থিত বোনদের ঘটনা।

সেদিন ছিল ১লা ডিসেম্বর। এক মহিলা ফোরামে আমি আর আমার কিছু দ্বীনি বোনেরা অংশগ্রহণ করেছিলাম। এক বোন বলা শুরু করলেন-

আস-সালামু আলাইকুম বোনেরা,

আমি আশা করব আপনারা বেশি বেশি দু'আ করবেন। আজ এক বোনের তিন বছরের বাচ্চার হারিয়ে যাওয়ার খবর শুনলাম। তারা শপিং-এ গিয়েছিল। এক মিনিট আগেও বাচ্চাটা তার পাশেই ছিল। কিন্তু একটু পরেই আর পাওয়া যাচ্ছিলো না বাচ্চাটাকে। তিনদিন পার হয়ে গেছে অথচ বাচ্চাটাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। বাচ্চাটার পরিবারের উপরে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। দেশের পুলিশ-প্রশাসন বাচ্চাটাকে খুঁজে পেতে তেমন কিছুই করছে না। একটা গা ছাড়া ভাব তাদের মধ্যে।

এখন আমি আজকের এই ফোরামে উপস্থিত সকল বোনের কাছে অনুরোধ করব। সবাই যার যার মত দু'আ করুন যেন ছোট্ট বাচ্চাটা তার মায়ের কোলে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে। মহান আল্লাহ্ যেন সেই ব্যবস্থা করে দেন।

ফোরামে উপস্থিত সকল বোনেরা দু'আ করতে লাগল। পুরা ফোরাম জুড়ে এক হাহাকারময় পরিস্থিতির উদ্ভব হল। সবাই দু'আয় মশগুল হয়ে পড়ল কিচ্ছুক্ষণের জন্য, যে যেমন পারছে যার যার মত দু'আ করছে -

- ওহ আল্লাহ্! বেবীটাকে তারা আব্বা-আম্মার কাছে ফিরিয়ে দিন; ওহ আল্লাহ্! আপনি গাফুরুর রাহীম, আপনি আরশীল আযীম। তাকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিন, তার পরিবারের উপর আপনি রহমত বর্ষণ করুন, আমীন।
- আমি তাদের জন্য দু'আ করি যেন সে ফিরে আসে। তার আব্বা-আম্মার দুঃসপ্ন দূর হয়ে যায়, আমিন।
- ওহ আল্লাহ্! বাবুটাকে তার আব্বা-আম্মার সাথে মিলিয়ে দিন, ইয়া কারিম, ইয়া রাহমানুর রাহীম।
- ওহ আল্লাহ্! কতো হৃদয় বিদারক ঘটনা, ওহ আল্লাহ্! বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দিন। আমাদের সবার দু'আ কবুল করে নিন।
- আমি জানিনা তিনদিন পার হয়ে গেছে, বেবীটা কী খেয়েছে, সে কি বেঁচে আছে? ওহ আল্লাহ্ আপনি সহজ করে দিন আমীন।
- ওহ আল্লাহ্! বাচ্চার আব্বা-আমাকে সবর করার তৌফিক দিন, মায়ের কোলে বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দিন।
- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজি'উন। আমি কল্পনাতেও আনতে পারছি না শিশুটার বাবা-মা কিসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ্ ওকে হিফাজত করুন, তাকে তার বাবা-মার কাছে নিরাপদে ফিরিয়ে দিন, আমীন।
- প্লীজ বোনটিকে আর পরিবারকে জানিয়ে দিন যে আমরা হাজারটা বোন তার জন্য দু'আ করছি। তাকে চিন্তিত হতে মানা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শুনেন ও দেখেন।
- ইয়া লতিফ! ইয়া লতিফ! ইয়া লতিফ! তুমি সব দেখ, তুমি ফিরিয়ে দাও বাচ্চাটাকে, একমাত্র তুমিই পারো ফিরিয়ে দিতে।
- ইয়া আল্লাহ্! আমাদের সকলের দু'আ কবুল করো, আমাদের নিরাশ করো না, তুমি দয়া দেখাও ইয়া গাফুরুর রাহীম।

বোনেরা আপনারা আরো দু'আ করুন, এখন পর্যন্ত পাওয়া খবরে কোন পরিবর্তন নেই। বাচ্চাটার পরিবার মাইকসহ রাস্তায় নেমে পড়েছে। তারা জনে জনে জিজ্ঞেস করছে - এরকম কোন শিশুকে তারা দেখেছে কি না? টিভি চ্যানেলগুলোতে বেবীটার ছবি সম্প্রচার করছে। কিন্তু ফলাফল এখনও শূন্য ।

বোনেরা, আপনারা জানেন যে রাওয়ালপিন্ডির রাস্তা-ঘাট, বাজারসমূহে কী পরিমানে ভীড় থাকে! যে কেউ চাইলেই এত সহজে বেবীটাকে ধরে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, এরকম কখনই হতে পারে না। প্লীজ বোনেরা দু'আ চালিয়ে যান আপনারা...প্লীজ। দু'আ চলতে লাগল-

- ইয়া আল্লাহ্! ইয়া খালিক্বুল মুলক! আমরা আপনার বান্দী। আপনার কাছে দু'আ করছি বাচ্চাটিকে ফিরিয়ে দিন, ওর কোন ক্ষতি হতে আপনি দিয়েন না।
- ওহ আল্লাহ্! আমি আপনার যাবতীয় হামদ ও সানা প্রকাশ করছি। আপনার আসমা ও সিফাতের মাধ্যমে আপনাকে ডাকছি, আপনার কোন শরীক নাই, আপনি গাফুরুর রাহীম, আপনি দয়ালু, আপনি আপনার বান্দাদের প্রতি দয়া করতে ভালোবাসেন, আমি বিশ্বাস করি আপনি যখন কোনকিছু চান তখন বলেন 'হও' আর তা 'হয়ে যায়'। ওহ আল্লাহ্! আপনি বেবীটাকে তারা বাবা-মার কাছে অক্ষতাবস্থায় ফিরিয়ে দিন। তাকে তার পরিবারের সাথে মিলিয়ে দিন । ইয়া রব! অন্তরে শান্তি আর স্থিরতা এনে দিন। ছোট্ট বেবীটার মন থেকে ভয় দূর করে দিন । তার পরিবারের যাবতীয় ভয় দূর করে দিন। অন্তরে সাহস দিয়ে দিন। তাদের প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রদর্শন করুন। ওহ আল্লাহ্! আপনার মুখাপেক্ষী আমরা, আপনি সবকিছু ঠিক করে দিন, আমীন।

বোনেরা আসুন আমরা হতাশামুক্তির দু'আ পড়ি সবাইঃ

-আল্লহুম্মা রাহমাতাকা 'আরজুউ ফালাকা তাকিল-নি 'ইলা- নাফসি তারফাতা 'আ'ইয়ুনিন ওয়া 'আসলিহ লী- শা'নি- কুল্লাহু লা-ইলাহা 'ইল্লা আনতা

"হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমতেরই আশা করি। তাই আপনি এক নিমেষের জন্যও আমাকে আমার নিজের কাছে ছেড়ে দিবেন না। আপনি আমার সবকিছু ঠিক করে দিন। আপনি ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই "(১)

ফোরামে থাকা এক বোনের মর্মস্পর্শী দু'আ স্থান পেল এই দু'আয়ঃ

- ইয়া আল্লাহ্! আপনি হাকিম। আপনি আল-আলীম, আমরা আপনারই আজ্ঞাবহ। ওহ আল্লাহ্! আমরা তো আমাদের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট আপনার কাছেই সপেছি, অনেকেই আপনাকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে সাহায্য কামনা করছে, কিন্তু আমরা তো আপনারই দ্বারস্থ। ওহ আল্লাহ্! আপনি ছাড়া আর কোন আশ্রয়ই যে নেই আমাদের। ইয়া হায়্যু ইয়া কাইয়্যুম আমি প্রার্থণা করছি আপনার নিরবিচ্ছিন্ন রাহমাতের জারিয়াহ'য় বাচ্চাটিকে তার আব্বা-আম্মার সাথে মিলিয়ে দিন। আপনার রাহমাতের চাদর বিছিয়ে দিন। আল-গাফুর, আল-গাফফার, আল-আফুউ, আত-ত্বাওয়াব! বাচ্চাটার আব্বা-আম্মাকে ক্ষমা করে দিন আর তাদেরকে আপনার গায়েবী ইমদাদ দ্বারা সাহায্য করুন। আপনি তো আল-আযিয, আপনি তো আল-জাব্বার, আপনি তো আল-মুক্তাদির, আপনি ছাড়া আমাদের আর কোন ইলাহ নাই। ওহ মালিক! আসমান ও জমিনের রাজত্ব তো আপনারই । আপনি জীবন দেন, আপনিই তো মরণ দেন। যাবতীয় হুকুমতো আপনারই। হে আমাদের রব! আমাদের দু'আ কবুল ও মঞ্জুর করুন। আপনি তো আস-সামীআ, আল-ক্বারীব, আল-মুজীব, আল-গণি! বান্দা-বান্দী যখন আপনাকে ডাকে তখন তো তার হাত খালি অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়াকে পচ্ছন্দ করেন না আপনি। ওহ আল্লাহ্! আমিও হাত তুলেছি, ফিরিয়ে দিয়েন না, আমার খাবার হালাল, আমার পোষাক

হালাল আর আপনি স্বাক্ষী আমি সর্বদা সর্বাত্মক চেষ্টা করি আপনার দাসত্ব করার। একমাত্র আপনার ইবাদাহ করার। ওহ আল্লাহ্! আপনি জানেন একবার মাসজিদে একজন আমার ক্ষতি করতে চেয়েছিল। আমি আমার মুখ বন্ধ রেখেছিলাম। তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হইনি, সেটা যদি আপনার সন্তুষ্টির জন্যই হয়ে থাকে তাহলে বাচ্চাটিকে মুক্ত করে দিন। ওহ আল্লাহ! আপনি তো জানেন, আমি আমার হালাল পয়সা থেকে আপনার পথে সদাক্বা করেছি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য। যদি এসব আপনার উদ্দেশ্যেই করে থাকি তাহলে বাচ্চাটিকে তার আব্বা-আম্মার সাথে মিলিয়ে দিন, রবান্না তাক্বাব্বাল দু'আ ।

এভাবেই যে যার মত দু'আ করছিল, করেই যাচ্ছিল...

বোনেরা, আপনারা দু'আ চালিয়ে যান আর বিশ্বাস রাখুন মহান আল্লাহ্ অবশ্যই কবুল করবেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই বাচ্চাটাকে শনাক্ত করার জন্য কুকুরের ব্যবস্থা করেছে। যদিও এই হাট-বাজারের মধ্যে কুকুরের পক্ষে তাকে শনাক্ত করা খুবই কঠিন কাজ। ওদিকে বাচ্চাটার পরিবার-পরিজন পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ নগদ অর্থ পুরষ্কার হিসেবে ঘোষণা করেছে। যদি কেউ তার বাচ্চাটার খোঁজ দিতে পারে অথবা খুঁজে এনে দিতে পারে তবে তাকে এই অর্থ দেওয়া হবে। তার পরিবার পোষ্টার ছাপিয়েছে, নিউজপেপারে নিখোঁজ সংবাদ দিয়েছে। তাদের সাধ্যমত যতটুকু পারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ফলাফল আসেনি।

কিন্তু বোনেরা দু'আ চলতে থাকুক, সবাই দু'আ করুন। এমনভাবে দু'আ করুন যেভাবে এর আগে কখনো করেননি। ইখলাসের সাথে দু'আ করুন।লা- তাহযান, আশা হারাবেন না।

হঠাৎ আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম, "বোনেরা..... আল-হামদুলিল্লাহ! বাচ্চাটাকে পাওয়া গেছে...বাচ্চাটাকে পাওয়া গেছে...আল-হামদুলিল্লাহ!

বাচ্চাটার আংকেল ফোন করেছে এইমাত্র। তারা বাচ্চাটাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। কিভাবে পেয়েছে বিস্তারিত কিছুই জানাল না, শুধু এতটুকুই বলল, "বেবীটা ভালো আছে, অক্ষত আছে" আলহামদুলিল্লাহ্!

এ খবর শোনা মাত্র ফোরামে উপস্থিত সকল বোনেরা হু হু করে কাঁদতে শুরু করে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি এই কৃতজ্ঞতাবোধ অশ্রুকনা হয়ে জ্বলজ্বল করছিল তাদের চোখে মুখে। তারা একে অপরকে আবেগে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। নিজেদের আনন্দ আর বিজয় তারা ভাগাভাগি করে নিচ্ছিল। আর রবের সাথে বান্দার বোঝাপড়াটাও এমনই যে, বান্দা আনন্দেও কাঁদে আবার দুঃখেও কাঁদে।

বোনেরা বিশ্বাস করুন, আপনাদের দু'আর বদৌলতে এটা সম্ভব হয়েছে। আপনাদের সবাইকে আমি আল্লাহ'র জন্যই ভালোবাসি বোনেরা। আপনারা জানেন, আপনাদের এই দু'আ কেমন করে কয়েকটি জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছে। আপনারা কি দেখেছেন, এই উম্মাহ'র জোড় কতখানি, যদি তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে তাদের রবের কাছে ফরিয়াদ করে তাহলে তাদের রব তাদেরকে ফিরিয়ে দেন না, রহমের চাঁদরে জড়িয়ে নেন, আপন করে নেন।

কয়েকদিন পরের ঘটনাঃ

বাচ্চাটা ভালো আছে এখন। কিন্তু শরীরের কিছু যায়গায় সিগারেটের দাগ এখনও মুছে যায়নি, কানের পিছনে ক্ষত এখনো আছে, পিঠেও ক্ষতের দাগ রয়েছে। যখন বাচ্চাটাকে পাওয়া গেল তখন তার সারা মুখে এতটাই মেক-আপ করানো ছিল যে তার নিজের মা'ও তাকে চিনতে পারছিল না। এক মহিলা তাকে তুলে এনে একটা ছোট্ট ঘরে লুকিয়ে রেখে এতটা মেকাপ করিয়েছিল যে কেউ দেখলে যেন চিনতে না পারে। ওই মহিলার এক প্রতিবেশী বাচ্চাটার কান্নাকাটি শুনে, সবকিছু দেখে বুঝে গিয়েছিল যে এই বাচ্চা ওই মহিলার না। তাই তিনি ফোন করে

বাচ্চার আসল বাবা-মাকে আসতে বলে, একবার দেখে যেতে বলে যে, এই বাচ্চা তাদের কিনা।

এভাবেই তারা খুঁজে পেয়েছিল তাদের হারিয়ে যাওয়া বেবীকে। একমাত্র তাদের রবের ইশারায়, কত রহম ছিল বোনদের সেই কান্নাভরা দু'আয়।

প্রতিনিয়ত অনেক শিশুই আমাদের চারপাশ থেকে হারিয়ে যায়। সবসময় কি টাকার বিনিময়ে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা যায় যদি না আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ফিরিয়ে দেন?

তথ্যসূত্রঃ https ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161

১। আবূ দাউদ, ৪/৩২৪, নং ৫০৯০; আহমাদ ৫/৪২, নং ২০৪৩০। শাইখ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ সহীহ আবি দাউদ গ্রন্থে ৩/৯৫৯ এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন।

৮. এক রাতেই মুশকিল আসান

এক বোনের গল্প।

তার স্বামী একজনের কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল। অনেক বছর পার হওয়ার পরেও ঋণ পরিশোধ করতে পারছিল না। বিষয়টা দিন দিন জটিল আকার ধারণ করছিল। ঋণের বোঝা বেড়েই যাচ্ছিল দিনকে দিন। কোনভাবেই তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা পরিশোধ করতে পারছিল না। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল আর ঋণ পরিশোধ করার জন্য কাজের পরিমাণও বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কোনভাবেই কোন কূল-কিনারা করতে পারছিল না। ঠিক সেই সময় তারা এও জানতে পারল যে, ঋণ কোন ছোঁট-খাট বিষয় নয়, ঋণের ব্যাপারে শারিয়াহ'র অবস্থান খুবই কড়া। রাসূল (ﷺ) **"ঋণ রেখে মারা যাওয়া এক ব্যক্তির যানাজার সলাত পড়ান নি"** (১)

এই ব্যাপারটা তাদেরকে খুব কষ্ট দিত। তারা দুজনে হতাশায় ভুগত আর হতাশার ছাপ তাদের প্রাত্যহিক জীবনের চলাফেরাতেও স্পষ্ট ফুটে উঠত। ঋণের এই বোঝা তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাথা থেকে নামাতে চাচ্ছিল। এক রামাদ্বানের রাতে বোনটি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহ'র কাছে দু'আ করতে লাগল। সে এমনভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল যেন জীবনে কোনদিন কোনকিছুর জন্য এভাবে কাঁদেনি। কেঁদেই চলল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে। এ কান্না যেন থামবার নয়।

কান্নাজড়িত গলায় সে ফরিয়াদ করতে লাগল-

"ওহ আল্লাহ্! এই পরিস্থিতি থেকে আমাদেরকে মুক্ত করব দাও, আমার স্বামীকে ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দিয়ে দাও। আমাদের এই ঋণের বোঝা থেকে পরিত্রাণ দাও"।

পরেরদিন ঠিক ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে তার স্বামীর কাছে একটা ফোন কল আসল। বোনটি কিছুটা শঙ্কিত হল যখন শুনতে পেল উঁচু গলায় তার স্বামী কী কী যেন বলছে। গলা ভারী হয়ে আসার কারণে ঠিকমত কথাও বলতে পারছে না তার স্বামী। ঘটনা জানতে বোনটি তার স্বামীর পাশে ছুটে গেল। দেখল, তার স্বামী হাউমাউ করে কাঁদছে, কেঁদেই চলেছে।

সে তার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তোমার, এভাবে কাঁদছ কেন?" তার গলা দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছিল না, সে শুধু কেঁদেই চলেছে।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর নিজেকে সামলে নিয়ে বোনটিকে বলল, "সেই ঋণদাতা ভাইটি ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন যে, তিনি আমাদের ঋণ মওকুফ করে দিয়েছেন, আমাদেরকে আর ঋণ পরিশোধ করতে হবে না"।

বোনটি বরফের মত দাঁড়িয়ে রইল। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। এতদিনের ঋণের বোঝা মাত্র এক রাতের দু'আর কারণে নিমিষেই ঘাড় থেকে নেমে গেল? তার মুখ থেকে আল্লাহর প্রশংসা বের হয়ে এল, আলহামদুলিল্লাহ্!

আমরা এই বোনের গল্প তো শুনলাম! কিন্তু বুঝতে কতটুকু পারলাম? কি শিক্ষা অর্জন করলাম? আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ডাকার মত ডাকলে, কিছু চাইলে তিনি দিয়ে দেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে

দেন যে, বান্দা তোমাকে আমি দিলাম। তাহলে আমাদের এত হতাশা কেন?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব" (২)

এটা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ওয়াদা যে তিনি দু'আ কবুল করবেন। তারপরেও আমাদের হতাশ হবার কি কোনো কারণ থাকতে পারে?

তথ্যসূত্রঃ শেইখ আবু আব্দিস সালাম (সাল্লামাহু তা'আলা) -এর লেকচার থেকে অনূদিত। লিঙ্কঃhttps ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161-powerful-awesome-dua-stories-please-share-your-own-to-boost-iman-of-others

১। বুখারি হাদিস নং ২১৫১, জামিন অধ্যায়।

২। সূরা মু'মিন আয়াতঃ ৬০

৯. দ্বিতীয় হাজ্জ্ব

দিনটি ছিল মঙ্গলবার। ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখ ।

আমার জীবনে এক আমূল পরিবর্তন এসেছে। আমার চিন্তা-চেতনায়, আমার মনে-প্রাণে এক প্রশান্তি বিরাজ করছে। চরম হতাশার মাঝেও এক আশার আলো চমকিত হচ্ছে। ঠিক যেন মেঘের আড়ালে সূর্যের সোনালী আলোর ঝলকানি।

আমি মাঝে-মধ্যে আমার এই অলৌকিক ঘটনা সবার সাথে শেয়ার করি। বেশিরভাগ সময় করিও না।বেশিরভাগ মানুষের গলায় কেমন যেন অবিশ্বাসের সুর শুনতে পাই। তাদের চোখে মুখে রাজ্যের সন্দেহ লেগে থাকে যেন। এর জন্য অবশ্য তাদেরকে আমি কোন দোষারোপ করি না। কেননা কয়েক বছর আগে এরকম ঘটনা শুনলে যাদের মুখ থেকে শুনেছি, আমিও তাদেরকে বিশ্বাস করতাম না। আমি তখন ভাবতাম এগুলো বানানো ঘটনা, রং-চং মাখিয়ে উপস্থাপন করছে আর কি।

আমি সবসময় মনে করতাম যে, প্রতিটি মানুষে কিভাবে ইবাদাত করবে, তা নিয়ে তার একটা নিজস্ব ভালো লাগা আছে। কেউ কেউ লম্বা ক্বিরাতে ক্বিয়ামুল লাইলের সলাত আদায় করে। আবার কেউ কেউ ক্বুর'আন তিলাওয়াত করতে ভালোবাসে, কেউ কেউ ফিক্বির জারি রাখে, আবার কেউ বেশি বেশি দু'আ করতে ভালোবাসে।

আমি সবসময় ভাবতাম, দু'আ আসলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় না। আমাকে কেন এর প্রতি এতটা দরদ দিতে হবে? এত খেয়ালী হতে হবে?, হয়তো তখন আমার ঈমান দুর্বল ছিলো কিংবা প্রচন্ড অলসতার কারনেও আমার এমন মনে হত। অথবা দু'আ কখন, কিভাবে করতে হয় সেটাও

জানতাম না। যে কোন কারণে দু'আ করাটা আমার প্রতিদিনের জীবনে শুধুমাত্র আনুষ্ঠিকতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফরদ্ব স্বালাতের পর গতানুগতিক কায়দায় কয়েকটি আরবী শব্দ মুখে আউড়ানো। তাতে না থাকতো কোন কান্না, না থাকত কোন আবেগ। আর মনে করতাম এটাই হয়ত দু'আ। তাছাড়া আমি বেশির ভাগ সময় এরকম দু'আগুলিতে অংশগ্রহণও করতাম না।

দুই বছর আগের কথা, ঠিক রামাদ্বান আসার কয়েক দিন আগে। খুব বাজে একটা সময় পার করছিলাম তখন। সাবস্ক্রাইব করা মেইলিং লিষ্ট থেকে একটা ই-মেইল আসল আমার কাছে। মেইলের সাবজেক্ট বা বিষয় ছিলঃ "দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায় যখন আমরা আল্লাহ'র কাছে দু'আ করার সিদ্ধান্ত নেই"। যিনি মেইলটি পাঠিয়েছিল তিনি আসলে পাঠকদেরকে লায়লাত্বুল ক্বদর রাতে দু'আ কবুলের নিশ্চয়তার কথা মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। তিনি মেইলে আরো লিখেছেন, রামাদ্বান মাসের শেষ দশ রাতের যে কোন রাতই হতে পারে এই রাত। সুনির্দিষ্টভাবে কেউ বলতে পারবে না সে রাত আসলে কোন রাত। তাই, কার কী প্রয়োজন সে অনুযায়ী সবার উচিৎ একটা তালিকা তৈরী করা। শেষের দশ রাতের প্রতিটি রাতে প্রবল আগ্রহ আর একাগ্রচিত্তে আকুতি নিয়ে যার যা প্রয়োজন মহান আল্লাহ'র কাছে তাদের ফরিয়াদ জানানো উচিৎ। মেইলে আরো লেখা আছে, সবার উচিৎ এই দশ রাতের প্রতি রাতে বেশী বেশী দু'আ করা, যাতে করে লাইলাত্বুল ক্বদরের রাত কারো মিস না হয়ে যায়।

পুরো মেইলটা মন দিয়ে পড়ে আশায় বুক বাঁধলাম। যিনি মেইলটি পাঠিয়েছেন তিনি আরো বলেছেন, গত বছরের রামাদ্বানে এই রাতগুলিতে দু'আ করার কারণে কিভাবে তার দু'আ কবুল হয়েছে। সুন্দর একটি ঘটনাও সে বর্ণনা করেছে।

নতুন কিছু আবিষ্কারের স্বাদ অনুভব করলাম। আমি প্রতি রাতে আমার নিজ ভাইয়ের সাথে মাসজিদে তারায়ীহ'র সলাত আদায় করতে যেতাম। আমরা প্রতিরাতেই একটু আগে আগে যেতাম মাসজিদে। আমি যখন

সিজদায় পড়ে যেতাম, তখন আকুল কণ্ঠে এমনভাবে আল্লাহকে ডাকতাম যেন আমি আমার রবকে সেভাবে কখনোই ডাকিনি। আমার যাবতীয় অভাবের বিষয়গুলি আমার রবের দরবারে পেশ করতাম। আমি হতাশা দূর করার জন্য কাঁদতাম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার রহমত পাওয়ার জন্য কাঁদতাম। আমি বিভিন্ন লেকচারের মাধ্যমে যেসব দু'আ শিখেছিলাম, কিতাবাদি, বিভিন্ন লেখাজোঁকা থেকে যা যা রপ্ত করেছিলাম সবই আমার রবের কাছে পেশ করতে আরম্ভ করলাম। বিভিন্ন আমল করতে থাকলাম আর আমার রবের কাছে আমার মুখাপেক্ষিতা স্বীকার করলাম, নিজেকে সমর্পণ করলাম দুর্বল হিসেবে। সেইসাথে আমার যদি কোন ভালো আমল থেকে থাকে (যদিও উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই) তার বিনিময়ে প্রতিদান চাইতে থাকলাম। আমি বললাম "'ওহ আল্লাহ্! আমি তোমাকে ভালোবাসি"। এটা বলার সাথে আমি ভীষণ আশ্চর্য হলাম এই কারণে যে, কেন এর আগে এভাবে বলার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি এও বললাম "আমি বিশ্বাস করি তুমি সবকিছু করার ক্ষমতা রাখ'। সুবহানআল্লাহ! আমি এই আত্ম-বিশ্বাসও অর্জন করতে লাগলাম।

বিশ্বাস করুন, এর আগে আমার মধ্যে এরকম আল্লাহ্ ভরসা ছিল না। আস্তে আস্তে আমি তাওয়াক্কুল করা শিখলাম।

রামাদ্বানের ওই কয়েকটি রাতে আমি আল্লাহকে এমনভাবে ডেকেছি যেন তিনি আমার কাছের বন্ধু। আমার সত্যি সত্যি বিশ্বাস হচ্ছে যে, তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।মনে হচ্ছে তিনি আমার ডাক শুনছেন।আর তাছাড়া আমি এরকম দু'আ এর আগে কখনোই করিনি, আর আমার এরকম অনুভুতিও হয়নি কখনও।

সুবহানআল্লাহ! তিনি শুনেছেন আমার ডাক, আমি যা চেয়েছিলাম তাই পেয়েছিলাম, সবই পেয়েছিলাম।

আমার রবের সাথে আমার এই বোঝাপড়া একদিনে হয়নি। কিন্তু অবশেষে হয়েছে, আল-হামদুলিল্লাহ। খুব সহজেও হয়নি; অনেক বাধা-বিপত্তি ছিল এই পথে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম, যদি আমি আল্লাহর কাছে চাই

তাহলে তার উপরে তাওয়াক্কুল করতে হবে ।তাহলেই আমার ঈমান দৃঢ় হবে। কেনই বা নয় তিনিই আল্লাহ্, তিনিই বলেছেন,

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে সুখ" (১)

যাই হোক, আমি আমার ছোট্ট এই ঘটনাটা আমার কিছু বন্ধুবান্ধবদের সাথে শেয়ার করি, যাতে বরকতময় এই ঘটনার দ্বারা তারাও উপকৃত হতে পারে। আমার পরিচিত অনেকেই ছিলেন আর এখনও আছেন যারা দু'আর অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তারা আমাকে উৎসাহ দিতেন আরো বেশি বেশি দু'আ করার জন্য । তাদেরকে দেখতাম, তারা ছোট-বড় যেকোন ব্যাপারেই দু'আ করত। আমার এক পরিচিত বোন ছিল। তার প্রিপারেশন এতো খারাপ ছিলো যে, সে নিশ্চিত পরীক্ষায় ফেইল করত। কোন পড়াশুনাই ছিলনা তার। পরীক্ষার আগের রাতে সে বুঝতে পারল একটা জিনিসই তাকে নিশ্চিত ফেইল থেকে বাঁচাতে পারে। আর তা হলো দু'আ। সে দু'আ করল।

সুবহানআল্লাহ! আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দিলেন। আমার আরেকজনকে চিনতাম, সে আল্লাহ'র কাছে দু'আ করত যেন আল্লাহ্ তার ওজন কমিয়ে দেন। তার সে দু'আও আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন। পাঁচ বছর আগে এই কাহিনি শুনার পর আমি হেসেছিলাম, তার সাথে মশকরাও করেছিলাম। কিন্তু আজকে আর হাসি পায়না। যে কেউ যে কোনকিছুর জন্যই দু'আ করতে পারে যদি না তা শারিয়াহতে নিষিদ্ধ হয়। যেমন বিয়ের আগে অবৈধ সম্পর্কের জন্য দু'আ অথবা অন্য কোন প্রাণী হয়ে যাওয়ার জন্য দু'আ, মরণ কামনা করা ইত্যাদি।

যে ঘটনাটা এতক্ষণ ধরে বলতে চাচ্ছিলাম এবার সেটাই বলব ইন শ আল্লাহ্।

২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখ। দিনটা এখনো চোখের সামনে ভাসছে।

বেশ কয়েক বছর আগে আমি আর আমার ভাই হাজ্জ্ব করতে গিয়েছিলাম। প্রথমবার হাজ্জ্ব করে আসার পর কোনমতেই দ্বিতীয়বার হাজ্জ্ব করার ইচ্ছাকে দমাতে পারছিলাম না আমরা। কিন্তু আবারো হাজ্জ্ব করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ ছিলনা আমাদের।

যাই হোক, ২০০৩ সালের রামাদ্বানের কিছুদিন আগে আমি জানতে পারলাম যে, সৌদি রয়েল ফ্যামিলি কিছু সংখ্যক সাংবাদিকদের হাজ্জ্বের জন্য যাবতীয় খরচ বহন করবে। খবর শুনেই ভিতরে ভিতরে পূর্বের হাজ্জ্ব করার রোমাঞ্চকর অনুভূতিগুলি নড়েচড়ে উঠল। আমি দেরি না করে সাউথ আফ্রিকার সৌদি প্রতিনিধি ডঃ সাউদ জিদানকে কল করলাম। তিনি বললেন যে, এ বছর আর কোন কোটাই খালি নেই। তবে তিনি আমাকে মন্ত্রীর গেস্ট হিসেবে আবেদন করার জন্য পরামর্শ দিলেন। বললেন, আমার বিস্তারিত তথ্য ফ্যাক্স করতে। সৌদি এমব্যাসিতে আমল নামের এক বোনে চাকুরী করত। আমি তার কাছে পরেরদিন সব তথ্য পাঠিয়ে দিলাম। এই রামাদ্বানে আমি আরেকটা পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গেলাম। আল-হামদুলিল্লাহ গতবারের রামাদ্বানে আমি শিখেছি দু'আয়ই হল এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার একমাত্র পথ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাকে আর আমার ভাইকে দ্বিতীয় বারের জন্য কবুল করবেন। আমি আমার পরিচিত বান্ধবীদেরকেও দু'আ করতে বললাম আমাদের জন্য।

দুই একদিন পরপর আমি এমব্যাসিতে কল করছিলাম। জানতে চাইছিলাম যে, আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে কিনা। যতবারই কল দিচ্ছিলাম ততবারই ওরা বলছিল, "আমরা এখনো বলতে পারছি না"। বোন আমল আমাকে জানাল "জানুয়ারী মাসের শেষে আমরা আপনাকে জানাতে পারব, আবেদনকারীদের তালিকা ফ্যাক্স করা হয়েছে সৌদিতে আর সেখান থেকেই চূড়ান্ত তালিকা নির্ধারণ করা হবে, তখন তাকে তা ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দিবে"। সামনের সপ্তাহে একবার ফোন দিতে বলল।

সপ্তাহখানে পর যখন কল করলাম তখন আমার অন্তরে রক্তক্ষরণ শুরু হল আমলের কথা শুনে। সে জানাল, "ডঃ জিদান এবারকার জন্য আপনাকে

সরি বলতে বলেছেন; আর ইন শা আল্লাহ্ সামনে বছর আপনি আপনার ভাইসহ তার ব্যক্তিগত অতিথি হিসেবে হাজ্জ্ব করতে যাবেন"। উপায়ন্তর না দেখে ডঃ জিদানকে কল দিলাম তিনি আমাকে শান্তনা দিয়ে বললেন, "মন খারাপ করবেন না, আল্লাহর ইচ্ছাতেই এমন হয়েছে।"

এদিকে আমার হৃদয় ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাচ্ছিল। আমি নিজেকে শান্তনা দিলাম এই বলে যে, "আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখি, তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কেও জানি আর আমি সে বিশ্বাসের উপরই অটল থাকব"।

আমি অযু করে নিলাম আর আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালাম তাঁর এই সিদ্ধান্তের জন্য। আমি দু'আ শুরু করলাম, হে আল্লাহ্! আমি বুঝতে পেরেছি যে এই সিদ্ধান্তের মধ্যে অবশ্যই কোন কল্যাণ নিহিত আছে যা বোঝা আমার মত তুচ্ছ মানুষের জ্ঞানে কুলাবে না"। মনের কোণে ক্ষীণ আশা রেখে আমি এও দু'আ করলাম যে, "তিনি যেন কোনভাবে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেন, আমাদেরকে এ বছরেই হাজ্জ্ব করার তৌফিক দিয়ে দেন"।

আমি আমার সবচেয়ে কাছের বান্ধবীকে এই দুঃসংবাদ শুনালাম। সে আমাকে সাহস দিয়ে বলল, " তোমার জন্য 'আমি এখনও দু'আ করছি আল্লাহ্ যেন একটা ব্যবস্থা করে দেন"।

আরেক সপ্তাহ পার হল। খবর এলো হাজ্জ্বের শেষ ফ্লাইটও গত সপ্তাহের শেষের দিকে চলে গেছে। সকল ফ্লাইট আমাকে রেখে চলে গেছে ভেবে আমি পুরো সপ্তাহ জুড়ে হতাশায় আর বিষন্নতায় ভুগছিলাম। এই মুহূর্তে হাজ্জ্বের জন্য দু'আ করা মানে অসম্ভবকে সম্ভব করার মত কোন কাজ। আমি আর দু'আ করলাম না। আশা ছেড়ে দিলাম।

সোমবার, ৩রা ফেব্রুয়ারী । খুবই বাজে একটা দিন যাচ্ছিল আমার। দুর্বিষহ লাগছিল একদম। সবকিছু কেমন যেন অসহ্য লাগছিল। আমার কাছে মনে হল, আমি আর নিতে পারছিনা গোটা পরিস্থিতিটা। অস্থিরতা ঘিরে ধরেছিল।

ঘড়িতে রাত ৩টা বাজে। আমি আমার বান্ধবীর সাথে কথা ফোনে কথা বলছিলাম। আমার সেই বান্ধবী আমাকে নাসিহত করছিল, "ফাতিমা! হতাশ হয়ো না, অযু করে স্বলাতে দাঁড়িয়ে যাও'। আমি তার কথামত অযু করলাম, সলাত আদায় করলাম, আমার রবের দরবারে দু'আ করলাম। নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে দিয়ে নির্ঘুম রাত পার করলাম। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। আবার অযু করলাম, বসে বসে আল্লাহ'র কাছে দু'আ করতে থাকলাম তিনি যেন অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করে দেন।

এভাবে মোটামুটি ৫ মিনিট পার হয়ে গেল। হঠাৎ আমার ফোনের রিং বেজে উঠল। মোবাইলের স্ক্রীনে সৌদি এমব্যাসির নাম্বার ভাসছে। রিসিভ করলাম। "ফাতিমা? -আমলের গলা। "তোমরা এই শুক্রবারে হাজ্জে যাচ্ছ, তোমার আর তোমার ভাইয়ের পাসপোর্ট দরকার, জলদি"।

সুবহানাল্লাহ! আমি বলতে পারব না এটা কিভাবে হল। ড. জিদান বললেন, "একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই এমনটা হয়েছে"। তিনি আমাকে আবারো মনে করিয়ে দিলেন আল্লাহর দয়ার কথা।

পরে জানতে পারলাম আমি আর আমার ভাই এক দম্পতির স্থলাভিষিক্ত হয়ে হাজ্জ্ব করতে যাচ্ছি। শেষ মুহূর্তে ওই দম্পতি হাজ্জ্বে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার হৃদয় বলছে ভিন্ন কিছু। এটা আমার রবের সিদ্ধান্ত। যিনি সর্বশক্তিমান। যিনি আমার হতাশা দূর করে দিয়েছেন, আমার দু'আ কবুল করেছেন ঠিক এভাবেই।

ভাই বোনেরা, আল্লাহকে ডাকুন, প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে। সুখে ও দুঃখে তাকে ডাকুন, তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন। একদম অন্তর থেকে ইখলাসের সাথে ডাকতে থাকুন। যে কারণে আপনি ডাকছেন আপনি তা পেয়ে যাবেন। আর যদি তা না পেয়ে থাকেন, তাহলে বিশ্বাস রাখবেন তাতে কল্যাণ নেই বিধায় আল্লাহ্ আপনাকে তা দেননি বরং আখিরাতে ভালো কিছু মজুদ রেখেছেন। বিশ্বাস করুন! যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে একবার ডেকেই দেখুন না। তার কাছে সেভাবে বায়না ধরে চান, যেভাবে ছোট্ট এক মেয়ে বাবার কাছে খেলনার জন্য বায়না ধরে। বাবা সে খেলনা

কিনে না দেয়া পর্যন্ত মেয়েটা কাঁদতেই থাকে, কাঁদতেই থাকে। কখনো ভেবেছেন কেন বাবা সে মেয়েকে খেলনা কিনে দেন? কারণ, বাবা তার মেয়েটাকে ভালোবাসেন। ছোট্ট শিশুটার কান্না তার কাছে অসহ্য লাগে। আচ্ছা! আল্লাহ্ তো আমাদেরকে আমাদের বাবার চেয়ে, মেয়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। তবে তাঁর কাছে চাইতে আমাদের কীসের ভয়, কীসের লজ্জা? কাঁদতে কাঁদতে তার কাছেই চান। বিশ্বাস করুন! আল্লাহ্ ফিরিয়ে দিবেন না।

-বোন, ফাতিমা আসমাল, সাউথ আফ্রিকা।

তথ্যসূত্রঃ http ://www.islamawareness.net/Dua/hope.html

(১) সূরা আল ইনশি'রাহ, আয়াতঃ০৫

১০. অটুট বন্ধন

আট বছর আগের ঘটনাটি এক বোনের। ছেলের পরিবার তাদের সন্তানের সাথে আমার নিকাহ (বিয়ে) দেওয়ার জন্য আমাদের বাড়িতে প্রস্তাব পাঠায়। আমি তখন মাধ্যমিকে পড়ি। নিকাহ'র জন্য তেমন প্রস্তুত ছিলাম না। আমি এও জানতাম না যে, আমার পরিবার তাদেরকে কী জবাব দিয়েছে ।

চার বছর আগে -

তারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব পাঠাল। আমি ইস্তিখারা করলাম। কিন্তু আমার মন সায় দিচ্ছিল না এই নিকাহতে। আমি কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। অবশেষে আমি বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে দিলাম।

দুই বছর আগে -

তার পরিবার বিভিন্ন আকার ইঙ্গিতে আমাদের সিদ্ধান্তকে বদলানোর আভাস দিচ্ছিল। কিন্তু আমরা এসবকে পাত্তা দিচ্ছিলাম না কোনভাবেই।

গত বছর-

তারা আমাদের এক শায়খকে (যাকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করতাম আর তিনি আমার মাহরামও ছিলেন) ম্যানেজ করলেন আর অনুরোধ করলেন আমরা যেন আরেকবার ভেবে দেখি বিষয়টা। শায়খের মূল্যবান নাসিহা আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করল। এরপর আমি আবারো ইস্তিখারা করলাম। আমার আব্বা-আম্মা, ময়-মুরুব্বির দু'আয় আমার ভিতর একটা আত্মতৃপ্তি কাজ করছিল এবার। আমার মনে হচ্ছিল, সে অনেক ভালো একজন স্বামী হবে। অবশেষে আমি রাজী হলাম, আল-হামদুলিল্লাহ। আর উমরাহ্ শেষ করে এসেই আমি এ সিদ্ধান্তে উপণীত হলাম।

আসলে, গত বছর উমরাহ্ করে আসার পরপরই, আমার মাঝে একটা পরিবর্তন কাজ করছিল। আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করছিলাম আমার হবু স্বামী একদম প্রথম থেকেই সঠিক ব্যক্তি ছিলেন যাকে আমি চোখ বন্ধ

করে নিকাহ করতে পারি। আমি পরবর্তীতে জানতে পেরেছিলাম, সে আমাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য অনেক দু'আ করেছে। কত দু'আ যে করেছে তার ইয়ত্তা নেই। আমরা এখনো স্বামী-স্ত্রী নই। কিন্তু তার জায়গায় অন্যকাউকে স্বামী হিসেবে চিন্তাও করতে পারছিলাম না উমরাহ্ করে আসার পর থেকে।

আসলে আল্লাহ'র ইচ্ছাতেই আমার মাঝে এমনটি হচ্ছিল। তার প্রজ্ঞা আমাদের কল্পনাশক্তির বাইরে। তিনি যা কিছু ঘটিয়েছেন তা আমাদের কল্যাণের জন্যই। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রথম দিকে আমি এতটাই বিরক্ত ছিলাম যে মনে মনে ভাবতাম, আল্লাহ'র জমিনে কি আমি ছাড়া আর কোন মেয়ে নেই তাদের জন্য? আমার পেছনে কেন লেগেছে তারা? তাঁরা কী দেখছে না যে, আমরা আগ্রহী নই? আর কতবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হবে? মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে বের হয়েও আসত এমন কথা।

কিন্তু এখন যখন জানতে পারলাম, আমার হবু স্বামী যে পরিমাণ দু'আ করেছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে, তার পরিবার তাদের আত্ম-সম্মান, আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দিয়ে যে পরিমাণ চেষ্টা-তদবির চালিয়ে গেছে, তখন অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাই শুধু এসেছে তাদের জন্য ।

আমি তার জন্য প্রতিদিনই আল্লাহ্র দরবারে শুকরিয়া করি। আমি কতটাই ভাগ্যবতী। আল্লাহ্ আমাকে এমন একজন স্বামী দান করেছেন।

আল-হামদুলিল্লাহ! আল-হামদুলিল্লাহ! আল-হামদুলিল্লাহ!

তথ্যসূত্রঃhttps ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161-powerful-awesome-dua-stories-please-share-your-own-to-boost-iman-of-others/page2

১১. ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইয়লাইহি রাজিউন

আমার জন্মের আগের ঘটনা। আমার আম্মার জীবনের প্রিয় ঘটনাগুলোর একটি হলো এই "ইন্না লিল্লাহ"- এর ঘটনা। আমার আম্মার মুখে অসংখ্যবার শুনেছি ঈমান জাগানিয়া এই ঘটানাটি।

সেদিন ছিল স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান। আমার আব্বা-আম্মা আর আমার বড় বোন (তখন তার বয়স ছিল মাত্র দুই বছর) সেখানে উপস্থিত হতে যাচ্ছিল। আমার আম্মা ওই স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল একটা বড় খোলা মাঠে। মাঠে লাইটিং ছিলো, পসরা বসানো হয়েছিলো বিভিন্ন স্টলের, সামিয়ানা ও ছোট ছোট তাবুও টাঙানো হয়েছিল।

মাঠের মধ্যে প্রচন্ড ভিড় হবার কারণে আম্মা আমার বোনকে কোলে করে হাটছিলেন। আমার আম্মার কানে পরা ছিল স্বর্ণের গোলাকৃতির কানের দুল। কোলে বসে থাকা আমার দুই বছরের বোনটি বারবার দুল ধরে টানাটানি করছিল। এভাবে টানাটানির দরুন এক পর্যায়ে দুলটা আম্মার কান থেকে খুলে পড়ে যায়। আম্মা সাথেসাথেই বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। আব্বা-আম্মা সময় নষ্ট না করে হারানো দুল খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলেন। এই ভিড়ের মাঝে হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়া খুব একটা সহজ বিষয় নয়। এদিকে সন্ধ্যা নেমে রাত হয়ে এল। তারা খুঁজতেই থাকলেন, খুঁজতেই থাকলেন। যে জায়গা দেয়ে হেঁটেছিলেন সে জায়গাগুলি তন্নতন্ন করে খুঁজেও তা আর খুঁজে পেলেন না। সেদিনকার মত মন খারাপ করে বাড়ি ফিরলেন দুজনে।

সিদ্ধান্ত হল আব্বা-আম্মা পরেরদিন দিনের আলোয় আবার খুঁজতে যাবেন। কথামত পরেরদিন দুজনে বেড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু তারা যখন সেখানে পৌঁছালেন তখন সেখানকার পরিস্থিতি দেখে মনে হলো এই দুল আর জীবনেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা ততক্ষণে মাঠ পরিস্কার করা হয়ে গেছে। চোখের সামনে এক খোলামাঠ আর সরিষাফুল দেখা ছাড়া তাদের আর কিছুই ছিল না। ধুলাবালির এই খোলা মাঠে কোঁথায় খুজবেন তারা? গতরাতের সুসজ্জিত সামিয়ানা, স্টল, তাবু কিছুই যে ছিল না তখন। কি আর করা, আন্দাজে টীল ছোঁড়ার মত জায়গাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন আব্বা-আম্মা।

আম্মা গাড়িতে থেকে নামলেন, কাছাকাছি গেলেন, চোখ বন্ধ করে অন্তরের অন্তস্থল থেকে বারবার বলতে থাকলেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি র'জিউন"। এভাবে দু'আ করতে করতে এক পর্যায়ে চোখ খুলে এদিক-ওদিক দেখলেন। হঠাৎ কয়েক কদম দুরেই সূর্যের আলোতে ঝলকানো ধাতব বস্তুর মত কিছু একটা দেখতে পেলেন।

জানেন ওটা কী ছিল? ওটাই গতরাতে আম্মার হারিয়ে যাওয়া সেই স্বর্ণের দুল।

ছোট্টবেলা থেকে আমি এই ঘটনাটা শুনতে খুবই ভালোবাসি। আমার কিছু হারিয়ে গেলে আমি এই দু'আটি পড়ি। কোন অর্থ না জেনে বুঝেই। শুধু এই বিশ্বাস নিয়ে যে আল্লাহ্ আমার হারানো জিনিস ফিরিয়ে দিবেনই। বিশ্বাস করুন এই দু'আ পাঠ করে আমি যতবারই কিছু হারিয়ে ফেলেছি ঠিক ততবারই তা খুঁজে পেয়েছি । এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, বাড়িতে কোনকিছু হারিয়ে গেলে সবাই আমাকে তা খুঁজে দিতে বলে।

তথ্যসূত্রঃ https ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161

১২. হারিয়ে যেও না বোন!

বছর কয়েক আগের ঘটনা। আমার ডিভোর্স হয়। আমার পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার নেমে আসে। আমার আর বেঁচে থাকার কোন ইচ্ছাই ছিলনা। সবসময় কান্না পেত। কখনো কখনো কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতাম। শরীরে এমন ব্যাথা অনুভব করতাম যা এর আগে কোনদিনই করিনি। মনের মধ্যে রাজ্যের খারাপ চিন্তা দানা বাঁধতে শুরু করত। কোন কিছুতেই মন দিতে পারছিলাম না। নিজেকে গুনাহগার ও অর্থহীন মনে হত। বিধ্বস্ত আমি দু'চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করলাম।

আমার সাবেক স্বামীর সাথে আমার বিয়েটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। আমার পরিবার থেকে আমাকে হাজারবার সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু আমি তাদের বারণ শুনিনি। বরং তাদেরকে মতামতকে অগ্রাহ্য করে তার সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম। পরিবারের সবাই তাকে সন্দেহ করেছিল। কিন্তু আমি তাকে যেভাবেই হোক বিয়ে করতে চেয়েছিলাম তাকে। "অন্ধ ভালোবাসা" হয়ত এটাকেই বলে।

আমি পাকিস্তান থেকে ইউকেতে এসেছিলাম উচ্চতর শিক্ষা নেওয়ার জন্য। বিজনেস ভিসায় ইউকেতে আসা আমার সাবেক স্বামীর সাথে এখানেই আমার প্রথম দেখা। দেখা থেকেই ভাল লাগা। তারপর বিয়ে। বিয়ের পর এমন একটি দিন ছিলনা যে আমাকে কাঁদতে হয়নি পরিবারের সম্মতিতে ঘরোয়া পরিবেশে পাকিস্তানে আমাদের বিয়ে হয় এরপর আমরা একসাথে ইউকেতে বসবাস করতে শুরু করি। আমর বড়জোর ছয় মাস একসাথে থাকতে পেরেছিলাম। এরপর

ইউএসএতে শিফট করতে চাইল। ইউকে তার কাছে আর ভাল লাগছিল না। সে সবসময় বাসায় বসে থাকত। ঘরে বসে বসে পিসিতে বিভিন্ন নন মাহরাম নারীদের সাথে চ্যাট করত। আমি কোন অভিযোগ করতাম না। ভাবতাম, একদিন সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আমাদের দাম্পত্য জীবন এভাবেই চলছিল।

একদিন হঠাৎ করে সে আমাকে বলল ইউএসএ-তে সে একটা চাকরী পেয়েছে। তাকে এখনই যেতে হবে। আমার সাথে আপাততঃ মোবাইলে আর ইন্টারনেটে যোগাযোগ হবে। এরপর বাসা ঠিক করে দুজনে মিলে ইউএসএ-তে পাড়ি জমাব। সে ইউএসএ চলে গেল আর দিন দিন আমার প্রতি অশালীন আচরণ করতে লাগল। চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হয় এরকম আরকি। আমি ফোন করলে সে কেটে দিত। ফোন রিসিভ করলেও দুর্ব্যবহার করত। মাঝে মাঝে এও বলত যে, আমাকে বিয়ে করে সে ঠকেছে। কারণ জিজ্ঞেস করলে কী সব খোঁড়া যুক্তি পেশ করত। সে বলত, "আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া ভালো না" বা "মনের মিল নেই" ইত্যাদি ইত্যাদি।

একদিন আমি জানতে পারলাম যে, পাকিস্তানে তার এক স্ত্রী আছে। তার সাথেও সে প্রতারণা করেছে। আমি তখনও তার সাথে ছাড়াছাড়ি চায়নি বা তালাক্ব দাবী করিনি। 'তালাক্ব' শব্দটা শুনলে আমার খুব ভয় লাগে। আমি আল্লাহ'র কাছে দু'আ করলাম, তিনি যেন আমাদেরকে তালাক্ব থেকে দূরে রাখেন আর আমার স্বামীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন।পরিচিত সবাই আমাকে নাসিহা দিল, তার সাথে যেন ছাড়াছাড়ি করে ফেলি। কিন্তু আমার সাহসে কুলাচ্ছিল না। আমি ইতিমধ্যে ত্রিশে পা দিয়েছি আর এই মহুর্তে 'ডিভোর্সি' শব্দটা গায়ে লাগালে কেউ আর আমাকে গ্রহণ করবে না, সবাই ফেলে চলে যাবে। নেতিবাচক চিন্তাভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল প্রতিটি মুহূর্তে।

আমার মনে পড়ে সেই রামাদ্বান মাসের কথা। যখন আমি দিনে সিয়াম পালন করতাম আর সারারাত ধরে সলাত আদায় করতাম। একদিন

সকাল বেলায় আমি ঘুম থেকে উঠেই আম্মার ফোন পাই। আম্মা জানালেন, ডাকযোগে আমার স্বামী আমাকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছে। আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম । কি বলব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমি চিন্তা করতে লাগলাম। আল্লাহ্ আমার দু'আ কেন কবুল করলেন না। আমার আম্মা আমাকে শান্তনা দিয়ে বললেন "নিশ্চয়ই এর মধ্যে আল্লাহ্ কল্যাণ লুকিয়ে রেখেছেন; প্রতিটি ঘটনার পিছনে সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে আর মহান আল্লাহ'ই সেটা ভালো জানেন"। সারাটি দিন অবুঝ শিশুর মত কেঁদেছিলাম আমি ।

সে রাতে ঘুমাতে পারছিলাম না। বারবার ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল। চরম হতাশায় ভুগছিলাম। দুই হাত তুলে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে থাকলাম। ভাঙ্গা হৃদয় নিয়ে আল্লাহর সাহায্য চাইলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল বছর খানেক আগের কথা। আম্মা আমাকে অনুবাদ ও তাফসীরসহ একখানা ক্বুর'আন গিফট করেছিলেন। তখন বলেছিলেন, আমি যেন নিয়মিত তিলোওয়াত করি। এতে আত্মা প্রশান্ত হয়, অন্তরে শান্তি আসে। আমি বিছানা ছাড়লাম। অজু করে ক্বুরআন হাতে তুলে নিলাম। কয়েক পাতা উল্টানোর পর আমার সামনে সূরা তালাক্বের এই আয়াতগুলি ভেসে উঠল -

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক্ব দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (১)

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন। (২)

আমি বুঝতে পারলাম যা কিছু হয়েছ আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে। আল্লাহ্ চাননি যে আমি আমার স্বামীর সাথে ওরকম শ্বাসরুদ্ধকর জীবনযাপন করি। হায়রে জীবন আমার! পুরোটা জীবন পার করলাম ক্যারিয়ার আর পড়াশুনো নিয়ে। দুনিয়ার পিছনে ছুটতে ছুটতে কখনো কুর'আন খোলার সময় হয়ে ওঠেনি আমার। স্বালাতে দাঁড়ানোর সময় হয়নি একটিবার। আল-হামদুলিল্লাহ! সময় ফুরিয়ে যায়নি। সেদিনের পর থেকেই নিয়মিত সলাত আদায় করা শুরু করলাম। প্রতিনিয়ত কুর'আন তিলোওয়াতও অব্যহত রাখলাম। আমি নিয়মিত সূরা বাকারাহ, সূরা ইয়াসীন, সূরা কাহাফ, দরুদ আর বিভিন্ন মাসনূন দু'আ পাঠসহ নিয়মিত ইউটিউবে ডঃ গোলাম মালিক মুরতাজার কুরআনের তাফসীর দেখা শুরু করলাম।

এভাবে আমার রবের ইবাদাত-বন্দেগীতে প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হল। জীবনে এক নতুন স্বাদ, নতুন তৃপ্তি, অদ্ভুত এক আনন্দ অনুভব করা শুরু করলাম। জীবনের অর্জিত তিক্ততা আমাকে আর ভোগাতে পারত না। একাকীত্ব আমাকে আর কষ্ট দিত না।

আমার মন সাক্ষ্য দিত এই বলে যে, আল্লাহ্ যতক্ষণ আমার সাথে আছেন ততক্ষণ আল্লাহ্ ছাড়া আমার আর কাউকেই দরকার নাই।

আমি তখন পাকিস্তানে। একদিন আমার ভাইয়ের এক বন্ধু আমাদের বাড়ীতে আসে। আমার ভাইয়ের মাধ্যমে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। আমার ভাই আমার সাথে আলাপ করে তাদের পরিবারকে আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে । আমি ভাবতে পারিনি যে এত দ্রুত সব হয়ে যাবে। আমি ভেবেছিলাম তার পরিবার যখন আমার অতীত জানবে তখন হয়ত প্রত্যাখান করে দিবে। কিন্তু আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহর রহমতে সবকিছু ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল। দুই মাসের মধ্যে আমরা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। মহান আল্লাহ্ এভাবেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন।

আজ পাঁচ বছর হয়ে গেছে আমাদের দাম্পত্য জীবনের। আমি নিজেকে নিজেই আর চিনতে পারিনা। আমি কি সেই আগের মানুষটিই আছি?

আমি আল্লাহ'র কাছে যে সুখ চেয়েছি, সেই সুখের সন্ধান পেয়েছি। আজ আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। তিন সন্তানসহ আমাদের দাম্পত্যজীবনে সুখের অভাব নেই এখন। সাথে রয়েছে আমার স্বামী। যে আমাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। এসব কিছু হয়েছে আল্লাহর কাছে দু'আ করার কারণে আর তার রহমতের কারণে।

আমি একদম নিশ্চিত যে, আমাদের জীবনে যা কিছুই ঘটুক না কেন তা আমদের ভালোর জন্যই হয়। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না সামনে কী অপেক্ষা করছে। যে কঠিন সময় আমি পার করেছি সেগুলি ছিল আমার জন্য পরীক্ষা। আমি কখনও আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে পারিনি যতটুকু আজকে করতে পেরেছি।

আমি সবসময় সন্দেহ করতাম। ভাবতাম, দু'আ কি আসলেই কোন পরিবর্তন আনতে পারয়ে জীবনে? কিন্তু এখন আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, কেউ যদি নিয়মিত সলাত আদায় করে, নিয়মিত ক্বুর'আন পাঠ করে, তাওয়াককুল করে আর আল্লাহ'র কাছে দু'আ করে কোনকিছু চায়, আল্লাহ্ তাকে তা অবশ্যই দিবেন।

বর্তমানটা আমাদের কাছে দুর্বিষহ ঠেকতে পারে। অসহ্য লাগতে পারে। কিন্তু আমরা তো জানি না আল্লাহ্ তা'আলা ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কী রেখেছেন। দু'আ আপনার জীবন এমনভাবে বদলে দিতে পারে যে, আজকে যখন জীবনের কষ্টকর সময় পার করছেন, ভবিষ্যতের সুখের কথা হয়ত আপনার কল্পনাতে নাও আসতে পারে।

- ইংল্যান্ড থেকে বোন আই এফ খান

তথ্যসূত্রঃhttps ://hubpages.com/religion-philosophy/howduachangedmylife
https ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161-powerful-awesome-dua-stories-please-share-your-own-to-boost-iman-of-others/page2

(১) আত-তালাক্ব, আয়াতঃ০৩

(২) আত-তালাক্ব, আয়াতঃ০৫

১৩. নষ্ট গাড়ি, ফিরল বাড়ি

আমার ছেলেবেলার ঘটনা। অনেক বছর আগে কোন এক আত্নীয়ের বাসা থেকে আমি আর আব্বা গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলাম। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ গতিতে ফাঁকা রাস্তা ধরে আমদের গাড়ি চলছিল। হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই গাড়ীর গাড়ীর ইঞ্জিন থেমে গেল। ড্রাইভার বিভিন্ন কলা কৌশল অবলম্বন করেও ইঞ্জিন চালু করতে পারল না। বন্ধ তো বন্ধই, চালু হবার নাম নেই। এদিকে রাত গভীর থেকে গভীরতর হতে চলেছে।

আব্বা কী যেন একটা ভাবলেন। এরপর সুরা ফাতিহা, সুরা ইয়াসীন আর দরুদ পাঠ শেষে দুই হাত তুলে বেশ কিচ্ছুক্ষণ ধরে আল্লাহর কাছে কী কী যেন দু'আ করলেন। দু'আ শেষে আব্বা ড্রাইভারকে আবার চেষ্টা করতে বললেন। সুবহানাল্লাহ! এবার একবারের চেষ্টাতেই গাড়ীর ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। আর আমরা স্বাচ্ছন্দে বাড়ির দিকে এগোতে থাকলাম।

আল-হামদুলিল্লাহ! আমরা ঠিকমত বাড়ি পৌঁছালাম। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমরা যখন বাড়ী পৌঁছালাম তখন আবার গাড়িটি আচানক থেমে গেল। ড্রাইভার অনেক চেষ্টা করেও আর কিছুতেই ইঞ্জিন চালু করতে পারল না।

তথ্যসূত্রঃhttps ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161-powerful-awesome-dua-stories-please-share-your-own-to-boost-iman-of-others/page2

১৪. ছোট্ট খুকির ঘরে ফেরা

আমার বয়স তখন মাত্র ৬ বছর। আমাদের স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ক্লাস শেষ হত সাড়ে বারোটায়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাস শেষ হত দেড়টায়। আমি প্রথম শ্রেণীতে ছিলাম আর বড় আপু ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীতে। দিনের বেলা বাবা আমাকে নিতে আসতেন না। আমাকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত আপুর ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। আপুর ক্লাস শেষে আমরা একসাথে স্কুল বাসে বাড়ি ফিরতাম।

একদিনের ঘটনা। তখন সোয়া একটা বাজে। ক্লাসের দুষ্ট মেয়েদের সাথে খামোখা ঝগড়া থেকে বাঁচার জন্য আমি স্কুল-বাসের পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি, যেন তারা আমাকে দেখতে না পায়। আমি যখন বের হয়ে আসলাম ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। আপুকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আর আপু হয়ত আমাকে না পেয়ে ধারণা করেছিল আমি বাবার সাথে বাসায় চলে গেছি। আমি মেইন রোডের দিকে দৌঁড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি স্কুলবাস ইতিমধ্যে চলে গেছে।

আর কোনো উপায় না দেখে আমি পরের বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাস চলে এল। আমি উঠে গেলাম এই ভেবে যে, বাসার কাছাকছি গেলে নেমে যাব। বাসে বসে যাচ্ছিলাম আর টিকেটের ব্যাপারে ভাবছিলাম। আমার কাছে একটা কানাকড়িও ছিল না। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাসটি এক অজানা-অচেনা রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। যখন আমি ধান ক্ষেতের মাঠ দেখতে পেলাম তখন আর বুঝতে বাকী রইল না যে আমি শহর ছেড়ে গ্রামের রাস্তায় চলে এসেছি। আমি দরুদে ইব্রাহীম পড়া শুরু করে দিলাম। আমার আপু আমাকে শিখিয়েছেন, যদি কোন সমস্যায় পড়ি তখন যেন বেশি বেশি দরুদ পড়ি। আমি দরুদ পড়ছিলাম আর আল্লাহর সাহায্যের জন্য দু'আ করছিলাম।

বাস সর্বশেষ স্টপিজে এসে থামল। পুরো বাস একদম খালি। সেই এলাকাটিতে অভ্যন্তরীণ কোন্দোলের কারণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ

করছিল (এটা আমি অবশ্য পরে জেনেছিলাম)। যখন ড্রাইভার আর কন্ডাক্টর বুঝতে পারল আমি হারিয়ে গেছি, তারা আমাকে পুলিশে সোপর্দ করতে চাইল। ভয়ে আমি কেঁদে ফেললাম। পুলিশকে আমি খুব ভয় পেতাম। আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম যে, "আমি আমার ঠিকানা জানি।"

এদিকে নতুন নতুন যাত্রী দিয়ে বাসে ভরে যাচ্ছিল। একজন আর্মি অফিসার ছিল তাদের মধ্যে। সে ড্রাইভার আর কন্ডাক্টরকে বোঝাতে চাচ্ছিল বাচ্চাটাকে আমার কাছে দিয়ে দিন। আমি তার পরিবারকে চিনি। কিন্তু আমি তার সাথে যেতে রাজী হলাম না। হঠাৎ করে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বলল সে আমাকে চেনে আর আমার পরিবারকেও চেনে। কিন্তু আমি তাকে চিনতে পারলাম না। তবুও কেন যেন তার সাথে যেতে উৎসাহ বোধ করছিলাম। সে সবাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমাকে নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়ল।

পুরো রাস্তায় সে আমাকে আমার ঠিকানা জিজ্ঞেস করেনি। অথচ ঠিক সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমাকে আমার পরিবারের কাছে নিরাপদে পৌঁছে দিল। আব্বা-আম্মা, আমার পুরো পরিবার আমাকে সারা শহর তন্নতন্ন করে খুঁজেছে সারাদিন। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, আমার পরিবারের কেউই মেয়েটিকে চিনতে পারল না। তাকে তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করা হলে, বলতে অপারগ বলে দ্রুত আমাদের বাসা থেকে বের হয়ে চলে গেল। এটা আল্লাহ তায়ালা গায়েবী মদদ ছাড়া আর কী হতে পারে?

তিনি আমার মত ছোট্ট এক বাচ্চার দু'আও কবুল করেছিলেন, আমাকে ভালোভাবে বাসায় পৌঁছে যাবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।

রাসূল (ﷺ)-এর ওপর দরূদ না পড়া পর্যন্ত যে কোন দু'আ আটকে থাকে" (১)

তথ্যসূত্রঃ https ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161-powerful-awesome-dua-stories-please-share-your-own-to-boost-iman-of-others/page2

১। [আল-মুজাম আল-আওসাত (১/২২০), আলবানী 'সহিহুল জামে' গ্রন্থে (৪৩৯৯) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

১৫. আমার দু'আ হয় না কেন কবুল?

এক বোনের অভিযোগ ছিল "কেন আমার কোনো দু'আ কবুল হয় না?" প্রচণ্ড অস্থিরতায় ভুগতেন সবসময়। কোন সাইকোলজিষ্ট দেখিয়েও তার কোন উপকার হত না।

পরে দেখা গেল যে, তার মধ্যে আল্লাহকে দোষারোপ করার প্রবণতা প্রকট। উনি সবসময় বলতেন, এটা আল্লাহ্‌র কারণে হয়েছে, আল্লাহ্ আমাকে লাঞ্ছিতা করেছেন, আমি আশাহত হয়েছি, আমার সাথে কেন এমন হয়? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ অবস্থা দেখে একজন তাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি কি একইসাথে প্যাডেল ঘুরানো ও কড়া ব্রেক কষে একটি সাইকেলকে সামনে নিয়ে যেতে পারবে? পারবে না। তাহলে, তুমি কি করে আল্লাহ্‌র প্রতি বিরূপ মনোভাব রেখে তাঁর রহমতের আশা করছো? আর ভাবছ যে, তোমার দু'আ কবুল হবে?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কি হাদীসে ক্বুদসীতে বলেননি, **"আমি তার নিকট তেমন, যেমনটি আমার বান্দা আমার সম্পর্কে ধারণা করে"?**[১] নবী (ﷺ) কি বলে যাননি, **"তোমাদের কারো দু'আ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয় যতক্ষণ-না সে তাড়াহুড়া করে বলে যে, 'আমি দু'আ করেছি; কিন্তু আমার দু'আ কবুল হয়নি?**[২]

তোমার বর্তমান পরিণতির জন্য আল্লাহকে দোষারোপ করা বন্ধ করো। আর মনে করো না যে, তিনি একজন নিষ্ঠুর সত্তা যিনি কিনা তোমাকে প্রতিনিয়ত নাজেহাল করছেন, তোমাকে উপেক্ষা করছেন, তোমার প্রতি অবিচার করছেন। তার চেয়ে বরং আল্লাহর কাছে তোমার এরকম হীন

কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাও। আগে নিজের কর্মগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো।

আর একটা জিনিসের প্রতি তোমার খেয়াল রাখা দরকার। আমাদের মেনে নিতে হবে আর বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমার জন্য মহান আল্লাহ্ সঠিক সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। তার হুকুম সেই কাঙ্ক্ষিত সময়ের আগেও আসবে না কিংবা তার পরেও আসবে না। মহান আল্লাহ্ কোনকিছু দিয়েও যেমন বান্দার হাকিকত পরীক্ষা করেন, আবার না দিয়েও পরীক্ষা করেন। মহান আল্লাহ্ তার বান্দাকে এমনভাবে সাহায্য করেন যে, বান্দা তা কল্পনাতেও ভাবেনি"।

অনেক লম্বা ঘটনা। এর মধ্যে অনেক দিন পার হয়ে গেছে। সেই বোনটি মেসেজ পাঠিয়েছে যে, সে একটা চাকুরী পেয়েছে। এই চাকুরিটার জন্যই সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মহান আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল আর অগাধ আস্থা আনার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। বছরের পর বছর বোনটি দু'আ করেছে কিন্তু কোন ফায়দা হয়নি। কিন্তু যখনই সে তার মধ্যে আক্বিদাগত পরিবর্তন এনেছে, আল্লাহকে দোষারোপ করা বাদ দিয়ে তার প্রতি তাওয়াক্কুল করতে শিখেছে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তার জীবনকে বদলে দিয়েছেন। বছরের পর বছর সে চাকুরী পাচ্ছিল না অথচ এখন সে চাকুরী পেয়ে গেছে।

শুধু একবার ভাবুন ভাইবোনেরা! যদি দেখেন আপনার দু'আ আল্লাহ্ কবুল করছেন না, তাতে ভেঙে পড়বেন না। আপনার দু'আ অবশ্যই কবুল হবে। হয় এই দুনিয়াতে নয়তো আখিরাতে।কিন্তু যদি আপনি বিরক্তি প্রকাশ করেন বা মনে এই ধারণা রাখেন যে "কখন আমার দু'আ কবুল হবে?" তাহলে নিজেকে প্রবোধ দিন এই বলে যে-

"আমার দু'আর ফল আমাকে দিয়ে দেওয়া হবে। আমার দু'আ করা প্রয়োজন ছিল, আমি তা করেছি। আর এখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করছি। আশা করছি, তিনি বাকীটুকু করে দিবেন। আল্লাহই আমার

অন্তিম আশ্রয়স্থল। আমিই তারই মুখাপেক্ষী আর আমি জানি তার সাহায্য এমনভাবে আসবে যে, আমি তা কক্ষণো কল্পনাও করতে পারব না।"

মহান আল্লাহ আমাদেরকেকে তাকে সঠিকভাবে চিনতে পারার তৌফিক দিন আমিন।

তথ্যসূত্রঃhttps ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161-powerful-awesome-dua-stories-please-share-your-own-to-boost-iman-of-others

(১) দারেমীঃ ২৭৮৭, সহিহূল জামেঃ ৪৩১৬

(২) সহিহ বুখারীঃ৬৩৪০ ও সহহি মুসলিমঃ২৭৩৫

১৬. রুটিওয়ালার দুআ

ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) তখন বার্ধক্যে উপণীত হয়েছেন। তিনি তখন সফরে ছিলেন। যাত্রাপথে রাত হয়ে এলে তিনি অচেনা এক শহরে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন। অচেনা সেই শহরে একজন আগন্তুক হিসেবেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। অথচ তিনি যদি কাউকে নিজের পরিচয় দিতেন তাহলে যে কেউই সর্বোচ্চ চেষ্টা করত তার আতিথেয়তা করে ধন্য হবার। এখানেও একজন মহৎ ব্যক্তিত্ব হিসেবে ইমাম আহমদ (রহ)-এর পরিচয় মেলে। তিনি ই'শার সলাত শেষ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, মসজিদের বারান্দাতেই রাতটা কাটিয়ে দিবেন।

স্বাভাবিকভাবেই মসজিদের খাদেম তাকে চিনতে পারলনা এবং সে তাকে মসজিদে রাত্রিযাপনের অনুমতিও দিল না। তিনি তখন যথেষ্ট বয়স্ক একজন মানুষ। মসজিদের খাদেম তাকে এক প্রকার টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে দিল।

এক রুটি বিক্রেতা দৃশ্যটি দেখল। এভাবে একজন বয়স্ক মানুষকে অপমানিত হতে দেখে রুটি বিক্রেতার মনে দয়া হলো। লোকটি ইমাম আহমদ (রহ) - এর মেহমানদারি করার সিদ্ধান্ত নিল। ইমাম আহমদ (রহ) কোন উপায় না দেখে রাজী হয়ে গেলেন।

লোকটির সাথে থাকার সময় ইমাম আহমদ (রহ) একটি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন, ঐ রুটি বিক্রেতা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। ইস্তিগফার করছে, করেই যাচ্ছে।

তিনি কৌতুহলবশত রুটি বিক্রেতার কাছে জানতে চাইলেন "তোমার এই আমলের কোন বিশেষ প্রতিদান পেয়েছ কি?"।

রুটি বিক্রেতা জবাব দিলেন, " আল্লাহ আমার সকল দু'আ কবুল করেছেন, কিন্তু একটি দু'আ এখনো কবুল করেননি।"

ইমাম আহমদ (রহ) খুব অবাক হয়ে জানতে চাইলেন যে, তার কোন দু'আটি এখনো কবুল হয়নি।

লোকটি জবাবে বলল,

"আমি বিখ্যাত আলেম ইমাম আহমদের সাক্ষাৎলাভের দু'আ করেছি যা এখনো আল্লাহ কবুল করেননি।"

ইমাম আহমদ আবেগভরা কণ্ঠ নিয়ে বললেন ,

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার দু'আ শুনেছেন। এমনকি তিনি ইমাম আহমদকে টেনে হিঁচড়ে তোমার দরজায় এনে উপস্থিত করেছেন। আমিই সেই লোক যাকে তোমরা ইমাম আহমদ নামে চেনো" (রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা)

তথ্যসূত্রঃ সংক্ষেপিত , আল জুমুয়া ম্যাগাজিন, ভলিউম-১৯, ইস্যু-৭।

YOUTUBE : Imam Ahmad Ibn Hanbal and The Baker,

https ://www.youtube.com/watch?v=tIu_YF7Lvmg

১৭. উত্তম প্রতিদান

আমার বাবার খুব কাছের একজন মানুষ সেলিম আংকেল। অনেকদিন আগে হজ্জ্ব করে এসেছেন। বিয়ে থা করেননি এতদিন পর্যন্ত। তবে নিজের ছোট্ট ভাইটি মারা গেলে তার রেখে যাওয়া মাসুম কন্যা সন্তানদের দেখভালের জন্য এই বয়সে বিয়ে করতে হয়েছিল তাকে। কয়েকদিন আগেই দেখা তার সাথে আমার। জানি না আমাকে দেখে কেন এত আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি অনেক নাসিহা দিলেন। আর বার বার বলছিলেন : "আল্লাহ আছেন বাবা, আল্লাহ আছেন"।

গল্পে গল্পে আমাকে তার জীবনে ঘটে যাওয়া এক অলৌকিক ঘটনা শুনালেন। বলতে বলতে তার চোখেমুখে ফুটে উঠছিল, আসমান ও জমীনের রব আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অপার কৃতজ্ঞতা। সে ঘটনা সত্যিই অন্তরে নাড়া দেয়ার মত। সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী। সেই ঘটনার বর্ণনাই করব আজকে ইন-শা-আল্লাহ।

আংকেলের স্ত্রীর সন্তান ডেলিভারীর সময় হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি। ডাক্তার বলেছেন, সিজার করতে হবে। নরমালে হবেনা। লাগবে সাত হাজার টাকা। সেলিম আঙ্কেল মানসিক এবং আর্থিকভাবে প্রস্তুতি নিলেন সিজার করার জন্য। এই একই হাসপাতালে আরেক মহিলা ভর্তি হয়েছে। ডাক্তার বলেছে তার পেটের সন্তান মারা গেছে। এখন মাকে বাঁচাতে হলে মৃত বাচ্চাটিকে বের করে ফেলতে হবে। সেখানেও প্রয়োজন সাত হাজার টাকা। এত টাকা যোগাড় করা সেই গরীব পরিবারের জন্য প্রায় অসম্ভব। বাড়িতে একটা বাছুর ছিল। সেটা বিক্রি করে কোনমতে পাঁচ হাজার টাকার ব্যবস্থা হয়েছে আল'হামদুলিল্লাহ। কিন্তু কসাই ডাক্তার ছয় হাজার টাকার নিচে অপারেশন করাবেন না। না তো নাই-ই, কোনভাবেই তাদেরকে রাজী করা যাচ্ছে না।

আংকেলের মনে দয়া হল। নিজ চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন। আগ বাড়িয়ে নিজের পকেট থেকে বাকী এক হাজার টাকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দিলেন। আর আল্লাহর কাছে নিজের ও তাদের উভয়ের জন্য বিপদমুক্তির জন্য দু'আ করলেন।

সুবহানাল্লাহ! এরপর যা ঘটল তা পুরাটাই মিরাকল। সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। যখন এই ঘটনা বর্ণনা করছিলেন আংকেলের চোখের কোণে কিঞ্চিৎ অশ্রু দেখতে পেলাম। ওই মহিলার পেট থেকে মৃত সন্তান নয় বরং দুনিয়ার আলো দেখলো এক ফুটফুটে সন্তান, সুস্থ এবং জীবিত। ওই পরিবারের খুশি আর দেখে কে? পারলে আংকেলকে তারা যেন কোলে উঠিয়ে নেন। ঘটনা এখানেই শেষ নয়, ওদিকে আংকেলের কানে ভিতর থেকে খবর এল, "কন্যা সন্তান হয়েছে! এমনিতেই হয়েছে! নরমালে হয়েছে! সিজার করাই লাগেনি। কী অদ্ভুত না? যেখানে আংকেলের সাত হাজার টাকা লাগত সেখানে মাত্র এক হাজার টাকার বিনিময়ে কি প্রতিদানই না দিলেন সেই সত্তা যিনি সবার অলক্ষ্যে থেকে কলকাঠি নেড়েছেন।

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

"সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কি হতে পারে?" (১)

ভাবনার দরজা এভাবেই খুলে দেন রাব্বে ক্বারীম। এভাবেই দু'আ কবুল করেন। আমাদের ভালোবাসেন। বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

মোহাম্মদ আমিনুর রহমান সেলিম , উপজেলা পরিষদ মার্কেট, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

(১) আর-রাহমান, আয়াত :৬০

১৮. হালাল খাবারের খোঁজে

এক ভাইয়ের ছোট একটা ঘটনা। ছোট হলেও এ থেকে অনেক বড় একটা শিক্ষা নেওয়ার আছে। সেই ভাইয়ের কাছ থেকেই শোনা যাক ইন শা আল্লাহ। গত বছরের শেষের দিকের কথা। মাষ্টার্সের থিসিস শেষ করে ভার্সিটিতে হার্ড কপি জমা দিতে যাচ্ছিলাম। আমি তখন বাড়ীতে ছিলাম, তাই ভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য আমাকে বার্মিংহাম থেকে উত্তর-পশ্চিম স্কটল্যান্ডের পথ ধরে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার রাস্তা ড্রাইভ করতে হয়েছিল । ইউকেতে এটা অনেক দুরের পথের যাত্রা। আমি থিসিস সম্পন্ন করে এমনিতেই ক্লান্ত ছিলাম। তারপরও এত লম্বা এক জার্নি। আল্লাহ্‌র নামে বিকাল ৫ টার দিকে রওয়ানা হলাম।

পথ চলতে চলতে সন্ধ্যা ৭টা। আমার প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়ে যায়। কিন্তু এই রাস্তায় হালাল খাবারের হোটেল পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এদিকে ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছিল। ওদিকে মাত্রাতিরিক্ত দাম দিয়ে সেখানকার স্যান্ডউইচ খেতেও ইচ্ছা করছিল না। আমি আমার দুলাভাইকে ফোন করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই রাস্তায় হালাল কাবাব পাওয়া যাবে কিনা। উনি খোঁজখবর নিয়ে আমাকে জানালেন, প্রিস্টনে রাস্তার পাশেই এক বড় মুসলিম কমিউনিটি আছে। সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেই হালাল কিছু পাওয়া যাবে ইন শা আল্লাহ্‌।

দুলাভাইয়ের কথা শুনে প্রিস্টনের পথে ড্রাইভ করা শুরু করে দিলাম। কিন্তু আরেক সমস্যা হল, প্রিষ্টন শহরটা অনেক বড়। গেলাম আর হালাল খাবার পেয়ে গেলাম,

ব্যাপারটা মোটেও অতোটা সহজ নয়। আমি আস্তে আস্তে ড্রাইভ করা শুরু করলাম। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে রাস্তার ধার দিয়ে এগোতে

থাকলাম। পথিমধ্যে তিনজন জুব্বা পরিহিত দাড়িওয়ালা মুসলিম ভাইকে দেখতে পেলাম। এমন অপরিচিত জায়গায় উনাদের এমন লেবাসে দেখে মনটা খুশিতে ভরে গেল। যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম।

আমি গাড়ীর হর্ণ দিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। প্রথমে তারা একটু ইতস্তত বোধ করলেও পরে আমার সাথে কথা বলতে আরম্ভ করল। জানতে চাইলাম, প্রিস্টনে হালাল খাবারের রেস্টুরেন্টটা কোনদিকে। কেউ একজন বলল, ই'শার ওয়াক্ত হয়ে গেছে। চলুন সবাই মিলে আগে সলাত আদায় করে নেই, আগে সবাই একসাথে সলাত আদায় করব তারপর হালাল খাবারের সন্ধানে বের হব ইন শা আল্লাহ্। তারা আমার গাড়ীতে করে মাসজিদ পর্যন্ত যাবার জন্য অনুরোধ করল। আমি যাব কি যাব না এরকম ভাবছিলাম।

একদম অপিরিচিত তিনজন মানুষ। চিনিনা কাউকেই। কিন্তু তাদের চালচলন ছিল মুগ্ধ করার মত। আমি বললাম "ঠিক আছে গাড়ীতে উঠে পড়ুন"। সবাইকে নিয়ে চললাম মাসজিদের দিকে। সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ থেকে ৮ টা এই সময়ের মধ্যেই চলে গেলাম। একদম সঠিক সময়েই মাসজিদে পৌঁছালাম আমরা। সলাত যদিও শুরু হয়ে গিয়েছিল, তবুও ঠিক মত ধরতে পেরেছিলাম।

সলাত শেষে তাদের মধ্যে থেকে একজন আর আমি খাবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। একটা ভালো রেস্টুরেন্ট পেয়ে গেলাম। সে আমার জন্য খাবার অর্ডার করল।

পকেটে হাত দিয়ে দেখি একটা কানাকড়িও নাই। আমি বুথের দিকে দৌড়ালাম ক্যাশের জন্য। এসে দেখি সে আমার বিল পরিশোধ করে দিয়েছে।

সে তখন বলছিল, "ভাই! আমরা যখন রাস্তার পাশ দিয়ে হাটছিলাম, আপনি গাড়ির হর্ণ দিয়ে আমাদেরকে খাবারের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। তার একটু আগেই, আমি আল্লাহ'র কাছে দু'আ করেছিলাম যেন তিনি আমাদেরকে সময়মত মাসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করার ব্যবস্থা করে

দেন"। আমার তখন মনে পড়ল, তারা পায়ে হেঁটে মাসজিদের দিকে যাচ্ছিল। হিসাব মতে তারা যদি পায়ে হেঁটে মাসজিদে যেত, ততক্ষণে সলাত শেষ হয়ে যেত। মোটামুটি ১৫-২০ মিনিটের পায়ে হাঁটার পথ ছিল সেটা। অথচ গাড়ীতে করে মাত্র ৫ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম। আবার সলাতেও শামিল হলাম।

এখানে মিরাকলটা কী জানেন? একজন মাসজিদে গিয়ে সঠিক সময়ে সলাত আদায় করার জন্য দু'আ করেছিলেন আর অচেনা অজানা আরেকজন এই ৪৫০ কিলোমিটারের লম্বা পথ ধরে হালাল খাবারের সন্ধানে ছুটে মরছিলেন। আল্লাহর দিকে ছুটতে থাকা দুজন বান্দাকে তিনি এক রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে দিলেন। দুজনকেই মাসজিদে সলাত আদায় করার ব্যবস্থাও করে দিলেন। আর আমাকে বিনা টাকায় হালাল কাবাব খাওয়ার বন্দোবস্তও করে দিলেন।

---

https ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161-powerful-awesome-dua-stories-please-share-your-own-to-boost-iman-of-others/page2

১৯. আয়াতুল কুরসী

এক বোন। সুবাহানাল্লাহ! তার দু'আ কবুলের ঘটনাটি শুনলে শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়। সে ছিল ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। সেদিন ক্লাস শেষ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ক্লাশ শেষে মেট্রো স্টেশনের পাশের রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সে। রাস্তাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। লোকজন নেই বললেই চলে। হঠাৎ করে বোনটি তার সামনে এক দানবাকৃতির লোক দেখে খানিক শঙ্কিত হল। উচ্চতায় তার প্রায় দ্বিগুণ। তার দিকেই এগিয়ে আসছে। লোকটির মতিগতি সুবিধার মনে হচ্ছিল না। বোনটি ভয়ে আয়াতুল কুরসী পড়তে লাগল আর আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য কামনা করতে লাগল। পড়া শেষে দেখল লোকটা দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। লোকটি কেন পালিয়ে যাচ্ছে সে কিছুতেই বুঝতে পারল না। তবে আলহামদুলিল্লাহ! আপদটা তো বিদায় হয়েছে।

এর প্রায় সপ্তাহ খানেক পর পত্রিকায় এক খবর মারফৎ বোনটি জানতে পারল, গত রাতে সেই অন্ধকার রাস্তায় সেই একই জায়গায় এক নারী ধর্ষিত হয়েছে। সে সাথে সাথে পুলিশ স্টেশনে ছুটে গেল। অফিসারদেরকে বলল, "গত সপ্তাহে আমাকে এক লোক ধাওয়া করেছিল সেখানে, আমার বিশ্বাস ঐ লোকটাই এ কাজটা করেছে। আমি তাকে চিনতে পারব, আপনারা ব্যবস্থা নিন"। অবশেষে তার সহযোগীতায় ধর্ষককে খুঁজে বের করা হল।

এক পর্যায়ে বোনটি ধর্ষককে জিজ্ঞেস করল, "সেদিন আমাকে ফেলে দৌড়ে পালিয়েছিলে কেন?" ধর্ষক লোকটি আতঙ্কিত গলায় বলল, "আপনি কি সেদিন দেখেন নি, স'দা পোশাক পরিহিত বিশাল গড়নের কয়েকজন মানুষ আপনার দু'পাশে গার্ড দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল?

প্রথমে, যখন আমি আপনার দিকে অগ্রসর হই তখন তারা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই কোথা থেকে যেন তারা এসে পড়ল। তাদেরকে দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কোনোমতে জান নিয়ে পালিয়েছি"।

আল্লাহু আকবর! বোনটির মুখ থেকে তাক্বীর বের হয়ে এল। সে বুঝতে পারল এটা একমাত্র আয়াতুল কুরসী'র মু'জেজা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যাকে আল্লাহ্ রক্ষা করেন, তার ক্ষতি করার সাধ্য কার?

তথ্যসূত্রঃhttps ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161-powerful-awesome-dua-stories-please-share-your-own-to-boost-iman-of-others/page3

২০. হোটেল ম্যানেজার

ইজিপ্ট, মিশর।

একবার এক মুসলিম ভাই পড়েছিল এক উভয় সঙ্কটে। পরিস্থিতি এমন যে তাকে কঠিন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। তার পক্ষে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ছিল রীতিমত গুরুভার আর কষ্টসাধ্য। ইজিপ্টের বড় বড় হোটেলের একটিতে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করত সে। ইজিপ্টে হোটেল ইন্ডাস্ট্রির ব্যবসা ছিল খুবই রমরমা আর প্রতিযোগীতাপূর্ণ। কাষ্টমার ধরে রাখতে হোটেল ম্যানেজারদেরকে সবসময় চেষ্টা করতে হত সবচেয়ে ভালো সেবাটাই দেওয়ার। প্রথানুযায়ী ছোট ছোট বিষয়ও ভাইটি সিদ্ধহস্তে নজরদারীতে রাখত। কাষ্টমারের সামর্থ্য অনুযায়ী রুম বুক করার দক্ষতা, হোটেল স্টাফদের দেখভাল করা, এমনকি যে কোন সমস্যা সিদ্ধহস্তে সমাধান করায় দক্ষ ছিল সে। খুব ভালই করছিল সে তার চাকরিতে। হোটেল মালিক পক্ষ তাকে তার কর্মক্ষমতার জন্য খুবই ভালবাসত, পচ্ছন্দ করত।

তবে চাকরি জীবনের একটা ব্যাপার তার জীবনে তিক্ততা বয়ে এনেছিল। এই কাজটি তার কাছে ভালো লাগত না। ইজিপ্টের যে কোন বড় হোটেলে মদ সরবরাহ করা ছিল আবশ্যিক। এই অপকর্মটা দিনকে দিন তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। সে জানত মদ খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি মদ পরিবশেন করাও হারাম। মহান আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। এর মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ পুরোটাই হারাম, এতে কোন বরকত নাই। কিন্তু এটা তার কাজের অংশ ছিল বলে অনিচ্ছা সত্বেও সে ঢেঁকি গিলতে হত আর ভিতরে ভিতরে নিজেকে গুনাহগার ভাবত।

এভাবে বেশকিছু দিন পার হয়ে গেল। সে যথেষ্ট আনুগত্যের সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিল। কিন্তু দিন যত গড়াচ্ছিল মদ পরিবেশন করার ব্যাপারটাও দিন দিন তার বিবেকে দংশন করেই যাচ্ছিল। নিজের নফসের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে সে একদিন এক নামকরা ইজিপ্টিয়ান শায়খের কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইল। তার সমস্যাগুলির কথা শায়খকে খুলে বলার পর -

শায়খ উত্তর দিলেন, "তোমার এখনই চাকরী ছেড়ে দেওয়া উচিৎ"। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এরকম উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল না সে, এটা তার মনেও ধরল না।

শায়খকে সে পাল্টা জিজ্ঞেস করল, "শায়খ, এই চাকরীটা ছাড়া আমার আর কোন অর্থ উপার্জনের উপায় নেই। দীর্ঘদিন আমি হোটেল সেক্টরে কর্মরত আছি। এর বাইরে আর কোন কাজও জানা নেই আমার। ঘরে স্ত্রী-সন্তান রয়েছে। এই মুহূর্তে চাকরি ছেড়ে দিলে ইজিপ্টের রাস্তায় রাস্তায় আমাকে থালা হাতে করে ঘুরে বেড়াতে হবে"

শায়খ শান্ত গলায় বললেন, "তুমি কি আমার কাছে এটা চিন্তা করে এসেছ যে, আমি এমন একটা বিষয়ের অনুমতি দিব যার অনুমতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দেননি? আমি আবারো বলছি "আল্লাহ'র সন্তুষ্টির জন্য তোমার চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া উচিৎ"

লোকটির মাথা কাজ করছিল না, সে বুঝতে পারছিল না সে কি করবে? লোকটি আবারো নিজের পরিস্থিতি উপস্থাপন করে বলতে লাগল, "আমাকে আমার পরিবারের দেখাশোনা করতে হয়, ভরণপোষণের জন্য টাকা-পয়সাও দিতে হয়, তাদেরকে খাওয়াতেও হয়? এখন যদি এই চাকরি আমি ছেড়ে দেই তাহলে তাদের নূন্যতম প্রয়োজনটুকুও মিটানোর সাধ্য আমার থাকবে না, আমি যে কি করব শায়খ তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না"

এই প্রশ্ন শুনে শায়খ কুরআনের এই আয়াতটি তিলোওয়াত করতে লাগলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন; এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক্ব দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন" (১)

আয়াতটি শুনে তার অন্তর প্রশান্ত হল।

হোটেলে ফিরে এসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল, তাকে হয়ত জীবনের সবচাইতে কঠিন সিদ্ধান্তটাই এবার নিতে হবে। সে বুঝতে পারল এই চাকরীতে আল্লাহ তায়ালা'র সন্তুষ্টি নেই। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ভয়াবহতা নিয়ে সে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

দুনিয়ার তুচ্ছ চাকরির মজার জন্য অপার সুখের আখিরাতের প্রতিদান সে আর হারাতে চাইল না। কিন্তু সাহসেও তেমন কুলাচ্ছিল না কেন যেন। এটাই বুঝি শাইত্বনের পাতানো ফাঁদ। চাকরী ছেড়ে দিলে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে কি করবে? কি খাবে? কোথায় মাথা গুঁজবে - এরকম চিন্তা-ভাবনার ঢেউ সুশোভিত করে চোখের সামনে তুলে ধরছিল শাইত্বনির রাযীম।

হোটেলে যখন দায়িত্ব পালন করত সে তখন চোখেমুখে স্বাভাবিকতার ছাপ রাখত। কিন্তু সর্বক্ষণই ভিতরে ভিতরে সে অন্তর্দহনে পুড়ে মরত। নাহ! এভাবে আর চলতে পারে না, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা অবশেষে নিয়েই ফেলল সে। সত্যই সে চাকরী ছেড়ে দিবে, হাতে আর সময় নেই। সে নিজের ভিতর থেকে একটা উৎসাহবোধ করছিল। এমন মনে হচ্ছিল যে তার সিদ্ধান্তটা নিতান্তই সঠিক।

প্রচণ্ড ঈমানী শক্তি আর তাওয়াক্কুল সম্বল করে সে দু হাত তুলে দু'আ করতে লাগল

"ওহ আল্লাহ্! আমি তোমার উপর বিশ্বাস এনেছি, আমি আমার এই সিদ্ধান্ত একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্যই নিয়েছি, আর আমি এও বিশ্বাস করি যে তুমি একটা না একটা পথ আমাকে অবশ্যই বের করে দিবে, ওহ আল্লাহ্! প্লীজ আমাকে সাহায্য কর।"

দু'আ শেষে সে সোজাসুজি অফিসে রওয়ানা দিল, তার নির্ধারিত আসনে বসে রেজিগনেশান লেটার লেখা শুরু করল। হঠাৎ সামনের টেলিফোনটা আচমকা বেজে উঠল, কাঁপা কাঁপা হাতে ফোন উঠাল। তার বস ফোন করেছে হেড অফিস থেকে একটা সুখবর দেওয়ার জন্য। খবরটি শোনার পর খুশিতে সে মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলল, নিজের কানকেও বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। ঘটনা এই যে তার প্রমোশন হয়েছে, চাকুরিও স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাকে ইজিপ্টের এই হোটেলটিতে আর চাকরী করতে হবে না, নতুন এক হোটেলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে তাকে আল-মদিনায় পাঠানো হচ্ছে।

নাবী (ﷺ) - এর শহর আল-মদিনা, ঠিক মাসজিদে নববীর পাশেরই একটি হোটেলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পেতে যাচ্ছে সে"। আল-হামদুলিল্লাহ! আল-মাদিনা' ওয়াল মুনাওয়ারার হোটেলে মদ তো দুরের কথা, তা পরিবেশনের কোন প্রশ্নই আসে না।

সুপ্রিয় পাঠক! একেই বলে পাওয়ার অব দু'আ বা দু'আর শক্তি। তার দু'আ এত দ্রুত কবুল হল যে সে তার রেজিগনেশান লেটারটাও ঠিকমত লিখে শেষ করতে পারল না।সে এখন পর্যন্ত সেই হোটেলের ম্যানেজার পদে বহাল তবিয়তেই আছে মাদিনায়।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَ[illegible] وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে কর।[২]

মূল আর্টিকেল লিখেছেনঃ ওয়েল আব্দুল জাওয়াদ, ইজিপশিয়ান ব্লগার।

http ://islamicsunrays.com/allah-will-make-a-way-out/

১। আত-তালাক্বঃ ২-৩

২। সূরা বাকারাহ, আয়াত : ২৮৬

২১. ৪০০ ডলার ও ডিপোজিট স্লিপ

এক বোনের গল্প । থাকেন আমেরিকাতে। দু'আ মু'মিনের অস্ত্র ,দু'আয় তক্বদির বদলে যায় ,অসম্ভব কাজ সম্ভব হয় ,মহান আল্লাহ্ এমন কিছু দেন যা কখনো এই মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দিয়ে চিন্তাও করা যায় না।

বোনটির স্বামী একবার তাকে ব্যবসার টাকা তাদের কারেন্ট একাউন্টে জমা করতে বলেছিল। ব্যবসায়িক ব্যস্ততার কারণে তার স্বামী সময় বের করতে পারেনি। এক জুমুআ' বারে ৪০০ ডলার তার আর ডিপোজিট স্লিপ তার হাতে দিয়ে ব্যাংকে জমা করার জন্য সলাত শেষে ডলার জমা করার সিদ্ধান্ত নিল। ডলার আর ডিপোজিট স্লিপ তার পার্সে রেখে দিল। প্রথমে সে মেয়ের স্কুলে যাবে, সেখান থেকে তাকে পিক করে জুমু'আআর সলাত আদায় করে ব্যাংকে ডলার জমা দিয়ে বাসায় ফিরবে - এই ছিল তার সার্বিক পরিকল্পনা।

অতঃপর স্কুল থেকে মেয়েকে নিয়ে মাসজিদে গিয়ে জুমু'আ'র সলাত আদায় করল। বা'দ জুমু'আ মাসজিদের সামনে থেকে সবজি আর চাল কিনল। সে যখন ব্যাংকে যাবে তখন পার্সের ভিতরে একবার তাকিয়ে দেখে ডিপোজিট স্লিপটি নেই, তাতে মোড়ানো ছিল ৪০০ ডলার। নেই তো নেই। পার্স একদম খালি।

বোনটি যে পথে এসেছিল সেই পথ দিয়েই খোঁজা শুরু করল, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না। সে ভাবল, হয়ত মাসজিদের আশে-পাশে কোথাও পড়ে গেছে। না হলে কেউ হয়ত পার্স থেকে ডলারগুলো নিয়ে নিয়েছে। মাসজিদের আশেপাশে সবজায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজল কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না হারিয়ে যাওয়া ডিপোজিট স্লিপ আর ৪০০

ডলার। মেয়ের স্কুলের কোথাও পড়ে গেছে কী না জানতে স্কুলে ফোন করল। কিন্তু ডলার পাওয়ার কোন ঘটনা কেউ বলতে পারল না।

ব্যাপারটা যখন তার স্বামী জানতে পারল তখন সে ভারী চিন্তায় পড়ে গেল, এতগুলি ডলার একসাথে হারিয়ে যাওয়ার বোঝা বহন করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য ছিল। তার স্বামী ভাবল তার স্ত্রী হয়ত ডলারগুলি তার পার্সে ঢুকাতেই ভুলে গেছে। পুরা বাড়ি তন্নতন্ন করে খোঁজা হল, স্বামী-স্ত্রী মিলে বেশ কিচ্ছুক্ষণ ধরে খুঁজল, কিন্তু নাহ! ডলারের কোন নাম গন্ধও নেই। বোনটি তার স্বামীকে আশা দিয়ে বলল ,"ভেবো না প্রতি মাসের সেভিংস থেকে বাঁচিয়ে এই ক্ষতি পুষিয়ে দিব"। কিন্তু তার স্বামী নাছোড়বান্দা। ডলার তাকে খুঁজে পেতেই হবে। উপায়ন্তর না দেখে বোনটি শেষ আশ্রয়স্থল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে দু'আ করতে লাগল। আকুতি মিনতি করে দু'আ করতে থাকল।

বিকাল সাড়ে ৩টা বেজে চলেছে, কোথাও আর তা খুঁজে না পাওয়ায় একদম আশা ছেড়েই দিল তারা। ঘড়ির কাঁটাতে রাত সাড়ে ১০ টা। নিজের মনকে প্রবোধ দিতে না পেরে বোনটির স্বামী আবারও ডলার খোঁজা শুরু করল। তাকে খুব দৃঢ় আর আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল এবার সে তা খুঁজে পাবেই, পাবেই পাবে।

ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে বাড়ির বাইরের মূলরাস্তা দিয়ে খুঁজতে লাগল। এদিকে বোনটি অনবরত দু'আ চালিয়ে যাচ্ছিল। মহান আল্লাহর কাছে বোনটি ফরিয়াদ জানাল যেন তিনি হারানো ডলার ফিরিয়ে দেন, এই বিপদ থেকে যেন উদ্ধার করেন। বাড়ির সামনের সবজায়গা ভাল করে খুঁজেও হারানো অর্থ আর ডিপোজিট স্লিপ পাওয়া গেল না। প্রবল বিশ্বাস নিয়ে তার স্বামী বলল "আমার কাছে মনে হচ্ছে কিছু একটা আমাকে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে , আমার মন বলছে এখনই হয়ত হারানো জিনিস পেয়ে যাব।"

এবার বোনটির স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করল, "শেষ কখন সেগুলি দেখেছে সে, যখন চাল আর সবজি কিনছিল তখন কি পার্সে সেগুলি ছিল?" অনেক চেষ্টা করেও সে তা মনে করতে পারছিল না। তার স্বামী আবারো জিজ্ঞেস করল," পার্সের জিপার কি খোলা ছিল নাকি বন্ধ ছিল?" বোনটি উত্তর দিল, "না খোলা ছিল না, চাল-সবজি কেনার আগ পর্যন্ত পার্সের মুখ বন্ধই ছিল, আমি দাম দেয়ার জন্যই শুধুমাত্র জিপার খুলে ছিলাম।"

বোনটি আবারো দু'আয় মনোনিবেশ করল। সে দু'আ করছে তো করছেই, হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল গাড়ির চাবি রাখার জন্য মেয়ের স্কুলে একবার সে তার পার্সের জিপার খুলেছিল। এ কথা তার স্বামীকে বলা মাত্রই তার স্বামী এই গভীর রাতেই স্কুলে গিয়ে হারানো ডলার খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিল। প্রথমে বোনটি 'না' করেছিল এই ভেবে যে, যদি সেখানে হারিয়েও থাকে এতক্ষণে কেউ না কেউ তা নিয়ে গেছে। অগত্যা স্বামীর চাপাচাপিতে দুজনে মিলে রওয়ানা হল। স্কুলে গিয়ে সে ঠিক যে জায়গায় গাড়ী পার্ক করে রেখেছিল সেই জায়গাটি তার স্বামীকে দেখাল।

এরপরের ঘটনাটা অবিশ্বাস্য।

তার স্বামী গাড়ী থেকে বের হলো। সামনে এগিয়ে ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় কাগজে মোড়ানো কী যেন দেখতে পেল। ভাল করে কাছে গিয়ে দেখল সেই ডিপোজিট স্লিপ আর তাতে মোড়ানো ৪০০ ডলার। সবকিছু আগের মতোই আছে। শুধু ডিপোজিট স্লিপের উপর গাড়ির চাকার হালকা ছাপ রয়েছে।

বোনটি আল্লহু আকবর বলে চিৎকার দিয়ে উঠল। সে তিনবার আল্লাহু আকবর বলে উঠল। দু'আর ক্ষমতা এতটাই, সুবহানাল্লাহ! তার মনে পড়ে গেল, তার স্বামী একবার বলেছিল "কিছু একটা তাকে ঠেলছে আর বলছে, "খোঁজো, ভালো করে খোঁজো, পেয়ে যাবে"। এত রাতে মেয়ের

স্কুলে আসা, সকালে হারানো ডলার এই গভীর রাতে ফিরে পাওয়া - এমনি এমনি হয়নি, হয়েছে মহান রবের কাছে দু'আর বদৌলতে।

অতঃপর বাসায় ফিরে গিয়ে তারা দু'জনে মিলে সিজদায় পড়ে গেল তাদের রবের কৃতজ্ঞতায়।

তথ্যসূত্রঃ https ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161-powerful-awesome-dua-stories-please-share-your-own-to-boost-iman-of-others/page3

২২. ৩২ বছরে ৩২ হাজ্জ্ব

মিশর। ঘটনাটা এমন একজন মানুষের যিনি আজ থেকে ৩২ বছর আগে তার যৌবনকালে একবার হজ্জ্ব করে ছিলেন। যৌবনকালের সে সময়ের ঘটনাটা এরকম -

তিনি তখন নয় সীটের একটা গাড়ি চালাতেন। একদম সামনের সীটে এক দম্পতি বসা ছিল। আর তাদের পিছনের সীটে প্রচণ্ড চাপাচাপিতে বসা ছিল এক বয়স্ক বৃদ্ধা মহিলা। বয়সের ভারে তার শারীরিক অবস্থা এতটাই নাজুক ছিল যে সে ঠিকমত বসে থাকতেও পারছিল না। এ দৃশ্য দেখে তিনি সামনের সীটে বসে থাকা লোকটিকে অনুরোধ করেছিলনে যেন সে বৃদ্ধা মহিলাটিকে তার সীটে বসতে দেয় আর সে গিয়ে মহিলার সীটে বসে। বৃদ্ধা মহিলাটি যেন পা ছড়িয়ে- একটু আরাম করে বসতে পারে - তাই তিনি এই অনুরোধটুকু করেছিলেন।

কিন্তু সামনের সীটের ভদ্রলোক রাজী হল না। তিনি আবারো অনুরোধ করলেন ,বেশ কয়েকবার অনুনয়-বিনয় করার পর ভদ্রলোক বাধ্য হলেন সিট পরিবর্তন করার জন্য। তিনি গিয়ে বসলেন পিছনের সীটে আর বৃদ্ধা মহিলা গিয়ে একটু আরাম করে বসল তার স্ত্রীর পাশে সামনের সীটে। যখন বৃদ্ধা মহিলা তার পা দু'টি ছড়িয়ে আরাম করে বসতে পারল তখন সে তার জন্য প্রাণভরে দু'আ করল। বৃদ্ধা মহিলা তার আঞ্চলিক ভাষায় যে দু'আটি করেছিল যার অর্থ ছিল, "আল্লাহ্ যেন তোমাকে প্রতিবছর হাজ্জ্ব করায়"

সুবাহানাল্লাহ! তিনি আজ পর্যন্ত হাজ্জ্ব করেই যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। বৃদ্ধার দু'আ করার বছর থেকে শুরু হয়েছে, আজ অবধি চলছে। গত ৩২

বছরে ৩২ টা হাজ্জ। কখনও এমনও হয়েছে যে হাজ্জের মৌসুম শুরু হয়েছে কিন্তু তার হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ নেই এমনকি হাজ্জের নিয়তও নেই কিন্তু কিভাবে যেন কোন প্রস্তুতি ছাড়াই হাজ্জের বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। বৃদ্ধা'র দু'আর বরকত এখনো শেষ হয়ে যায়নি।

এখানে শিক্ষাটা হলো - আমাদের প্রত্যেকেরই উচিৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিশুদ্ধ নিয়তে সৎ-আমল করা। বিপদের মুহূর্তে কারো জন্য কিছু করতে পারাটা, তাদের উপকারে আসতে পারাটা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। কখন কার দু'আ কিভাবে কবুল হয়ে যায় আল্লাহু আ'লাম।

বর্ণনা করেছেন শায়খ সালিহ আল-মাঘামাসি, (খতিব, মাসজিদে কুবা,মদিনা মুনাওয়ারাহ)

https ://salafstories.wordpress.com/category/dua/

https ://muslimmatters.org/2011/11/08/encounter-with-an-awliya-of-allah/

২৩. পাঁচ রিয়াল

যে ঘটনাটা আমি বর্ণনা করতে যাচ্ছি তাতে রয়েছে আমাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এই ঘটনাটা একেবারেই আমার ব্যক্তিগত। কারো কাছ থেকে শোনা বা ধার করা না। সম্ভবত এর আগে কেউ কেউ আমার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনে থাকবেন। আজ আবারও মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি। এটা এমন একটা ঘটনা যা শুনলে আমাদের সবার উপকার হবে। হতাশার বলয়ে আবদ্ধ অন্তর আবারো শান্তি খুঁজে পাবে। আশায় বুক বাঁধতে চাইবে আশা ছেড়ে দেওয়া অনেকেই। দু'আ করা থেকে বিরত থাকা অনেকেই আবারো দু'আ করতে শিখবে ইন শা আল্লাহ্।

২২-৪-১৪২৩ হিজরি, রোজ বুধবার।

যুহর স্বালাতের সময়। মাসজিদুল হারাম, মক্কা। আমি মুয়াজ্জিনের চেম্বারের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়েছি, ইকামত শেষে হতে না হতেই সামনের কাতার থেকে এক ভাই আমাকে সামনের কাতারের খালি জায়গা পূরণের জন্য ইশারা করলেন। আমি সামনের কাতারে গিয়ে কাতার পূর্ণ করে সলাতে দাঁড়ালাম। সলাত শেষে আমি সামান্য একটু পিছন দিকে সরে গিয়ে হাটু ভাঁজ করে আরাম করে বসে ফরজ সলাত পরবর্তী মাসনূন দু'আ পাঠ করছিলাম। পাশে চোখ ফিরে তাকাতেই ছেঁড়া জামা পরিহিত একজনকে দেখতে পেলাম। জামার ছেঁড়া অংশ দিয়ে শরীরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছিল। পবিত্র এই নগরীতে তাকে দেখে খুবই দরিদ্র মনে হল।

তার চোখেমুখে স্তব্ধতা আর বিনম্রতার ছাপ। দুই হাত আসমানের দিকে তুলে দুই রানের মাঝে কনুই গেঁড়ে আকুতি মিনতির সাথে দু'আ করছিল

সে। আমি আমার পকেটে থাকা ১ রিয়াল, ৫ রিয়াল আর ১০ রিয়ালের মধ্যে থেকে খুঁজে খুঁজে ৫ রিয়াল বের করে হাতের মুঠিতে নিলাম। তার দিকে হাত বাড়িয়ে মুসাফাহ করলাম যেন সে আমার হাতে থাকা ৫ রিয়াল নিয়ে নিতে পারে। রিয়ালের অস্তিত্ব বুঝতে পেরেই আমার হাত থেকে তার হাত দ্রুত টান দিয়ে বের করে নিল সে। রিয়াল নিলও না আবার ভাল করে দেখলও না আমার হাতের ভিতরে কত রিয়াল রয়েছে ।

সে মৃদু হেসে বলল, "জাযাকাল্লাহু খইরা"

আমি বললাম, আপনি কি এটা নিবেন না?

কোন উত্তর পেলাম না। ভাবলাম বেচারা হয়ত লজ্জা পাচ্ছে, তাই নিতে চাচ্ছে না। উপায় না দেখে আমি আমার পিছনের পকেটে রিয়াল রেখে দিলাম। আমি একটু পিছনে গিয়ে সুন্নত সলাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। লক্ষ্য করলাম সে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিছু একটা বলতে চাচ্ছে।

সালাত শেষ করার পর লোকটা আমার পাশে এসে বসল। সালাম দিয়ে বলল, "আচ্ছা! আপনি আমাকে কত রিয়েল দিতে চাচ্ছিলেন"?

আমি তাকে বললামঃ "আমি যা দিতে চেয়েছিলাম তা তো আপনি নেন নি। এখন আর শুনে কি লাভ যে সেটা ১ রিয়াল ছিল নাকি ১০০ রিয়াল!"

এবার সে একটু অনুরোধের সুরেই বললঃ "আল্লাহ'র ওয়াস্তে বলুন না, আমাকে আপনি কত রিয়াল দিতে চেয়েছিলেন?"

আমি বললাম, "আল্লাহ'র ওয়াস্তে আমাকে আর সে ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না , ব্যাপারটা তো তখনই শেষ হয়ে গেছে"।

সে তখন আগ বাড়িয়ে বলল, "আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করছিলাম তিনি যেন আমাকে আমার ৫ রিয়ালের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। আচ্ছা! এবার তো বলুন, আপনি আমাকে কত রিয়াল দিতে চাচ্ছিলেন ?

আমি বললাম, "আল্লাহ'র কসম, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমি আপনাকে ৫ রিয়াল দিতেই হাত বাড়িয়েছিলাম"।

লোকটি হু হু করে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে অফার করলাম, "আপনার কি আরো লাগবে?"

সে মাথা এদিক সেদিক করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "সুবহানাল্লাহ! আপনি আমার হাতের মধ্যে আমার প্রয়োজনীয় অর্থ গুজে দিচ্ছিলেন আর তখনও আমি আল্লাহ'র কাছে চেয়েই যাচ্ছিলাম"

আমি বললাম, "তাহলে আপনি কেন তড়িঘড়ি করে হাত বের করে নিলেন রিয়াল না নিয়েই?"

সে বলল, "আমি জীবনেও কল্পনা করিনি, আমার দু'আ এত তাড়াতাড়ি কবুল হবে"

আমি তখন বললাম, সুবহানাল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব দেখেন। যখন কেউ কিছু চায় তখন তিনি নিকটেই থাকেন। তাদের ডাকে সাড়া দেন। তিনি স্বয়ং নিজে নেমে এসে আপনার অভাব পুরণ করে দিবেন না। কিন্তু তিনি ঠিকই তার এমন কোন বান্দাকে পাঠিয়ে দিবেন যে আপনার অভাব মিটিয়ে দিবে।

এবার আমি তাকে ৫ রিয়াল দিলাম, সে নিয়ে নিল। আমি আরো দিতে চাইলাম, কিন্তু সে এর চাইতে বেশী নিতে চাইল না। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা ও মহানুভবতা একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার যিনি বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে" (১)

তথ্যসূত্রঃ শায়খ খালেদ আল ওয়াহাবি হাফিজাহুল্লাহ-র লেকচার থেকে অনূদিত ।
https ://salafstories.wordpress.com/2011/10/19/i-didn%E2%80%99t-expect-the-reply-to-come-so-quick/

১। সুরা বাকারাহ, আয়াতঃ ১৮৬

২৪. মরোক্কো থেকে মক্কা

লায়লা আলী হেল্যূ। মরোক্কোর এক বোন। তার ব্রেষ্ট ক্যান্সার হয়েছিল। বিজ্ঞ ডাক্তারগণ তার বেঁচে থাকার আশা একদম ছেড়েই দিয়েছিলেন। ইউরোপের সেরা সেরা ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ফলাফল শূন্য। তার আর কোন সম্ভাবনাই ছিল না বেঁচে থাকার। এমনকি লায়লা নিজেও সব আশা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন । বোন লায়লার সে অলৌকিক ঘটনা তার মুখ থেকেই শোনা যাক ইন শ আল্লাহ -

"নয় বছর আগের ঘটনা। আমার ব্রেষ্ট ক্যান্সার ধরা পরে। সবাই জানে "ক্যান্সার" শব্দটা কতটুকু ভীতিকর। আল্লাহর উপর ঈমান খুবই দুর্বল ছিল আমার। আমি আল্লাহর স্মরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরে গিয়েছিলাম। আর ভাবতাম আমার এই সৌন্দর্য ও সুস্বাস্থ্য সারা জীবন অটুট থাকবে। আমি কখনই ভাবিনি, ক্যান্সারের মতো মরণব্যাধি আমার শরীরে বাসা বাঁধবে। আমি যখন আমার রোগের ব্যাপারে জানতে পারি তখন খুব করে এটা থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছিলাম। পালাবার পথ খুঁজতাম। বাঁচতে চাইতাম। কিন্তু সে পথ কোথায়? পৃথিবীর কোন প্রান্তে যাব আমি, এই মরণব্যাধি থেকে কীভাবে মুক্তি পাব?

একবার আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলাম। কিন্তু আমি আমার স্বামী আর সন্তানদের খবুই ভালবাসতাম। তাছাড়া ইসলামিক শারিয়াহ অনুযায়ী আত্মহত্যার মত মহাপাপের শাস্তি কি হবে সেটাও ভাবনায় আসেনি তখন। কারণ, আমি আগেই বলেছি, আমি আল্লাহর স্মরণ থেকে একদম দূরে ছিলাম। আল-হামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এই মরণব্যাধি

আমার হিদায়েতের কারণ হয়েছে। আর আমি মনে করি অনেক গাফেল মানুষের জন্য আমার এই ঘটনা হিদায়েতের কারণ হবে ইন শা আল্লাহ্।

আমি বেলজিয়ামে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। তারা আমার স্বামীকে বলেছিল, প্রথমে আমার স্তন অপসারণ করতে হবে। তারপর কিছু নির্দিষ্ট ঔষধ দিবে। আমি জানতাম, এই ধরনের পাওয়ারফুল ঔষধ খেলে আমার চুল পড়ে যাবে, চোখ ঝলসে যাবে আর আমি অন্ধও হয়ে যাব। এমনকি এই ঔষধ সেবন করলে মুখের উপর দাড়ি গজায়, নখ ও দাঁত ভেঙে যায়। আমি কোনোভাবেই সেই ওষুধ খেতে রাজী হলাম না। আমি ডাক্তারকে তুলনামূলকভাবে কম কার্যকর অন্য কোন ওষুধের কোর্স দিতে বললাম।

মরোক্কো চলে এলাম। সেখানে যাওয়ার পর আমার শরীরে খারাপ কোনোকিছুর প্রভাব অনুভব করতাম না। আমি এতটাই সুস্থতা অনুভব করছিলাম যে, ভাবতাম ডাক্তার হয়তো ভুল রিপোর্ট দিয়েছে, আসলে আমার ক্যান্সারই হয়নি। কিন্তু প্রায় ছয় মাস পরে খবু দ্রুত আমার ওজন কমতে শুরু করে। আমার শরীরের রং পরিবর্তন হয়ে যায়, শরীর জুড়ে ক্রমাগত ব্যথা শুরু হয় । এই হাল দেখে আমার মরোক্কান ডাক্তার আমাকে ইউরোপে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন । আমরা তার কথামত রওয়ানা দেই।

সেখানকার ডাক্তাররা আমার স্বামীকে বলেছিল, আমার ফুসফুসে ক্যান্সার সম্পূর্ণভাবে সংক্রমিত হয়ে গেছে। এখন আর এই আমার জন্য কোনো চিকিৎসার পথ খোলা নেই। তারা আমার স্বামীকে বলেছিল, "আপনার স্ত্রীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান, সে আর বেশী দিন বাঁচবে না"।

আমার স্বামী মরোক্কোতে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে আমাকে নিয়ে ফ্রান্সে গেলেন উন্নত চিকিৎসার জন্য। মনে হল আমরা ফ্রান্সে গিয়ে বেলজিয়ামের চেয়েও ভালো চিকিৎসা পেলাম।

অবশেষে, আমরা অপারেশান করে আমার স্তন অপসারণের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। পাশাপাশি ডাক্তারদের

নির্দেশিত ঔষধ সেবন করতেও ইচ্ছা পোষণ করলাম। ঠিক এই সময় আমার স্বামী এমন কিছু নিয়ে ভাবেন যা আমার চিন্তাতেও আসেনি কখনো। তিনি আমাকে নিয়ে মক্কায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার ইচ্ছা পোষণ করল। এটা শুনে আল্লাহর প্রতি প্রবল ভালোবাসা অনুভব করলাম আমি। পবিত্র ঘর, আল্লাহর ঘরে যাওয়ার জন্য বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছিল। মন চাচ্ছিল, তখনই আল্লাহ্‌র ঘরে গিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াতে। আমার এই সমস্যাটির সমাধান চাইতে।

প্রথমবারের মত পবিত্র কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সুযোগ পেয়ে আমার খুব খুশি লাগছিল আর প্রথমবারের মত আমি প্যারিস থেকে কুরআনের একটি কপিও কিনে ফেললাম।

আমরা সোজা মক্কায় গেলাম। যখন পবিত্র মাসজিদে প্রবেশ করলাম আর প্রথমে কা'বাকে দেখলাম, তখন চিৎকার করে কেঁদে ফেললাম। বলতে লাগলাম, "সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর ইবাদতের জায়গা, পবিত্র মাসজিদ, মুসলিমদের বিশাল জনগোষ্ঠী, তাদের মহানুভবতা, দানশীলতা আর আমার রবের কি নিখুঁত মহিমা"। আমি চিৎকার করে কাঁদতে থাকলাম। আমি জানি, আমি কোনদিনই এখানে আসতে পারতাম না যদি না আমার রব চাইতেন। আমি দুনিয়াবী কাজে এতটাই ডুবে গিয়েছিলাম যে, এখানে আসার সুযোগের সন্ধানও করেনি কোনদিন।

আমি দু'আ করতে লাগলাম "হে আমার রব! ডাক্তাররা আমাকে নিরাময় করতে অক্ষম কিন্তু তুমি অক্ষম নও, বরং তুমি তো প্রত্যেক রোগের নিরাময় করে থাকো, এই মুহূর্তে তোমার দয়ার দরজা ছাড়া আমার কাছে আর কোন দরজাই অবশিষ্ট নেই, দয়া করো ওহ আল্লাহ্! রহম করো"।

আমি দু'আ করছিলাম আর কা'বা তাওয়াফ করছিলাম। আল্লাহ্ আমাকে হতাশ করেননি। খালি হাতেও ফিরিয়ে দেননি, আল-হামদুলিল্লাহ! আগেই বলেছি যে, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। তাই সেখানকার বিজ্ঞ আলেমদের কাছে গেলাম। অনুরোধ করলাম যেন আমাকে মৌলিক ইলম অর্জনের জন্য যে কোন কিতাবের নির্দেশনা দেন,

যেটা পড়ে সহজেই তাওবার নিয়ম শেখা যায় যায়। তারা আমাকে বেশী বেশী ক্বুর'আন তিলাওয়াত করার নাসীহা দেন। তারা আমাকে জমজমের পানি দিয়ে প্রচুর পরিমাণে 'তাদ্বাল্লুউ" করার পরামর্শ দেন।

(তাদ্বাল্লুউ : জমজমের পানি ততক্ষণ পান করা যতক্ষণ-না তা পাঁজর পর্যন্ত পৌঁছায়)। আর উঠতে বসতে আল্লাহর যিকির করার উপদেশ দেন। নাবী (ﷺ)-এর উপর বেশি বেশি দরুদ ও সালাম পেশ করতেও বলেন।

বিশ্বাস করুন! আল্লাহ'র এই পবিত্র ঘরে আমি খুব নিরাপদ বোধ করছিলাম । আমি আমার স্বামীকে অনুরোধ করেছিলাম তিনি যেন আমাকে হোটেলে না নিয়ে যান। কা'বা প্রাঙ্গণেই প্রতিটি মুহূর্ত কাঁটাতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন সেখানে থাকার জন্য। পবিত্র কা'বা প্রাঙ্গণে আমার পাশেই কিছু মিশরীয় ও তুর্কীস্থানের বোন ছিল। তারা আমাকে এত কান্নাকাটি করার কারণ জিজ্ঞেস করেছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, 'আমি এই প্রথম আল্লাহর ঘরে এসেছে, কখনো ভাবিনি যে আমি এতটা ভালোবেসে ফেলব এই পবিত্র প্রাঙ্গণকে'। আমি তাদেরকে আমার ক্যান্সারের কথাও বলেছিলাম। তারা সবসময় আমার পাশেই থাকত। এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ছাড়ত না। তারাও তাদের স্বামীদের কাছ থেকে আমার সাথে মাসজিদে থাকার অনুমতি নিয়েছিল।

সেই রাতগুলিতে আমাদেরকে তেমন ঘুমে পেত না, খাওয়া দাওয়া তো নেই বললেই চলে; যা-ও খেতাম, তাও খুবই সামান্য পরিমাণে। তবে জমজমের পানি খেতাম প্রচুর পরিমাণে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, **'নিশ্চয়ই তা সুখাদ্য এবং রোগের শিফা।'**(১) অপর হাদিসে তিনি (ﷺ) বলেন, **'জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যেই পান করা হয় তা পূরণ হবে।**(২)' ।

কা'বা প্রাঙ্গণে থাকাকালীন আমরা কোন ক্ষুধা অনুভব করতাম না। আমরা আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করেই যাচ্ছিলাম তো যাচ্ছিলাম। আর

মুখে লেগে থাকতে কুর'আনের সুমিষ্ট আয়াতসমূহ। আমাদের রাতদিন, প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত এভাবেই পার হতে লাগল।

যখন আমি রোগাক্রান্ত ও পাতলা শরীর নিয়ে আল্লাহর ঘরে এসেছিলাম। আমার শরীরের ঊর্ধ্ব অংশ এবং আমার বুক স্ফীত হয়ে এসেছিল। বুক থেকে রক্ত-পুঁজ আসত বিধায় বুকের উপরের চারপাশটাতে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছিল। পরিচিত সেই দ্বীনি বোনেরা আমার শরীরের উপরের অংশে জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে-মুছে দিত প্রতিনিয়ত। কিন্তু আমি ওই অংশটা স্পর্শ করতে ভয় পেতাম। আমার অসুস্থতা আমার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ভয়টা আমাকে এতটাই পেয়ে বসেছিল যে, আমার কাছে মনে হত এই অসুস্থতার কথা মনে রাখতে গিয়েই আমি আমার রবের ইবাদত ঠিকঠাক করতে পারব না। তাই, আমি শুধু জমজমের পানি দিয়ে শরীর ধুয়ে ফেলতাম আর ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়া অংশের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করতাম না। মাথায় শুধু একটাই চিন্তা, আর তা হলো কিভাবে আমার রবের সন্তুষ্টি অর্জন করব ।

পঞ্চম দিন। আমার বোনেরা একপ্রকার জোর করেই বসল। আমি যেন আমার পুরো শরীর জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলি। শুরুতে আমি রাজী হইনি। কিন্তু মনে হল কিছু একটা আমাকে বাধ্য করেছিল তাদের প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ার জন্য। ধীরে ধীরে উপরের অংশটুকু পরিষ্কার করতে যাচ্ছিলাম, যে অংশ থেকে নিজেকে এড়িয়ে রেখেছিলাম এতদিন। খুব ভয় লাগছিল। আবারও আমার মনে হল, আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে যে, এটা করো, এক্ষুণি করো। একপ্রকার জোর করেই বুকের উপর চলে এলাম।

সুবহানাল্লাহ! অবিশ্বাস্য ! আমার বুকে কোন পচন নেই, রক্ত নেই আর কোন পুঁজও নেই। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভালো করে এদিক সেদিক দেখলাম। কিন্তু নেই সেরকম কিছুই নেই, একদম নেই। আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলা চাইলে কী না করতে পারেন? যাবতীয় ক্ষমতা ও শক্তি তো তারই এখতিয়ারে।

এক বোনকে হাত দিয়ে ভাল করে দেখতে বললাম। সে দেখল, সব ঠিক হয়ে গেছে। উপস্থিত বোনদের সবাই চিৎকার দিয়ে তাকবীর ধ্বনি দিল, আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! । দৌড়ে চলে গেলাম হোটেলে, আমার স্বামীর কাছে। তাকে দেখামাত্রই বললাম, "আল্লাহ'র দয়া দেখ", সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমার মতো সেও চিৎকার করে কেঁদে দিলো। বলল, "তুমি কি আমার সেই প্রিয়তমা যাকে ডাক্তাররা ঘোষণা করেছে সে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই মারা যাবে? আমি বললাম, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! আমি সেই!, তাক্বদীর একমাত্র আল্লাহ'র হাতে"।

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তার। কাল কী হবে একমাত্র তিনিই তা জানেন। তিনি সবকিছু জানেন।

আমরা সপ্তাহখানেকের মত পবিত্র নগরী মক্কায় ছিলাম। আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেছিলাম। এরপর সেখান থেকে মদিনায় নবী (ﷺ) - এর মাসজিদ মাসজিদে নববীতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে সোজা ফ্রান্স। সেখানকার ডাক্তাররা আমার বর্তমান অবস্থা দেখে দ্বিধায় পড়ে গেলেন। খুব অবাকও হলেন বটে। পুরো ব্যাপারটা তাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। তারা বলল "আপনি কি সেই আপনি"? আমি গর্বের সাথেই বললাম, "হ্যাঁ ! আমি সেই আমি, আর এই হলো আমার স্বামী"। আমরা আল্লাহর রুজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছি। তার উপরেই ভরসা করেছি। তারা শুধু এটুকুই বলল, "আপনার ব্যাপারটা রহস্যে ঘেরা"। তারা আবার আমাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাইল। পরীক্ষা করালাম, কিন্তু তারা আমার শরীরের কিছুই খুঁজে পেল না , ক্যান্সার গায়েব। আল্লাহু আকবর!

আমি সীরাহ (নবী ﷺ-এর জীবনী) পড়েছি। সাহাবা রদ্বিয়াল্লাহু 'য়ানহু ওয়া আজমাঈনদের জীবনী পড়েছি। প্রচুর কেঁদেছি, কাঁদতে বাধ্য হয়েছি। জাহিলিয়াতে ডুবে থেকে জীবনের অনেক বড় একটা অংশ নষ্ট

করার জন্য বারবার অনুতপ্তও হয়েছি । আজ আমি আল্লাহ্ ও তার রসূল ﷺ - এর অফুরন্ত ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছি। এখন আমি মহান আল্লাহর অনুতপ্ত এক বান্দী। যে তার রবকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে। এখনকার প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত তাকে ভালবাসার চেষ্টাতেই কাটে আমার।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

'তোমাদের মধ্যে যার জন্য দোয়ার দ্বার খোলা হয়েছে (অর্থাৎ যার দোয়া করার তাওফিক হয়েছে), তার জন্য রহমতের দ্বার খোলা হয়েছে।

আল্লাহর কাছে যেসব দোয়া চাওয়া হয়, তন্মধ্যে তাঁর কাছে সর্বাধিক পছন্দীয় হলো আফিয়াত; অর্থাৎ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করা'।[৩]

তথ্যসূত্রঃ https ://theheartopener.wordpress.com/stories-to-share/those-who-repented-to-allah-swt/

https ://www.ummah.com/forum/forum/general/the-lounge/421161-powerful-awesome-dua-stories-please-share-your-own-to-boost-iman-of-others/page3

Uses of Zamzam Water, Current Scientific and Islamic Reports, Chapter: 09, Page No; 109

১। সহিহ মুসলিম হাদীস নং ২৪৭৩
২। ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ৩০৬২
৩। জামে তিরমিজি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৫২, হাদিস নম্বর : ৩৫৪৮